বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>024 >>10 Kartik 1430 >>
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০২৪ >> << ১০ই, কার্ত্তিক ১৪৩০>>

হামাসের তহবিল সংগ্রহ রুখতে উপসাগরীয় দেশগুলির সাহায্য চাইল যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন ঃ হামাসের জন্য বাইরে থেকে আসা তহবিলের যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করার বিষয়ে উদ্যোগ বাড়াতে চলতি সপ্তাহে টেররিস্ট ফাইনান্সিং টার্গেটিং সেন্টারের (টিএফটিসি) এক জরুরি অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্র তার মধ্যপ্রাচ্যের মিত্রদের আহ্বান জানিয়েছে। প্রসঙ্গত,৭ অক্টোবরে ইসরাইলের বেসামরিক নাগরিকদের উপর ব্যাপক হামলা চালিয়েছে এই হামাস গোষ্ঠীই। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। হামাসের কাছে অর্থের জোগান বন্ধ করতে টিএফটিসির সদস্য দেশগুলিকে তাদের প্রভাব কাজে লাগাতে বলেছে যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব দফতর। গাজা ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে হামাস। গাজায় প্রায় ২৩ লক্ষ ফিলিস্তিনির বাস। দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে এই ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলের অব্যাহত গোলাবর্ষণের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদ ও আর্থিক গোয়েন্দা সংক্রান্ত ট্রেজারির আন্ডার সেক্রেটারি ব্রায়ান নেলসন এই গোষ্ঠীর কাছে মঙ্গলবার প্রকাশিত পূর্বে প্রস্তুত এক বিবৃতিতে বলেন, আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে হামাস ও তার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থাকা কার্যত ফিলিস্তিনের মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালন না করা।

বাজার দর

SENSEX : 63782.80 +634.65
NIFTY : 19047.25 +190.00

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	15.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .13 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .51 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর
সংক্ষিপ্ত খবর

গাজায় মানবিক সংকট 'নজিরবিহীন পর্যায়ে' পৌঁছেছে ঃ জাতিসংঘ

জেনেভা ঃ বুধবার জাতিসংঘ সতর্ক করেছে যে, গাজা উপত্যকায় মানবিক সংকট একটি নজিরবিহীন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এর একদিন আগে জাতিসংঘের প্রধানের এক মন্তব্যের কারণে ইসরাইল তাকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানায়। জাতিসংঘ মহাসচিবের দপ্তরের মুখপাত্র, দুজারিচ বলেন, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির অনুমান, প্রয়োজনীয় খাদ্যের বর্তমানে যে সরবরাহ আছে তা দিয়ে আর বারো দিন চলা যাবে। গাজা উপত্যকায় প্রায় ২২ লাখ মানুষ বসবাস করে। জাতিসংঘের অনুমান, এদের মধ্যে ১৪ লাখের বেশি মানুষ ইসরাইলের শহর এবং নগরে হামাসের ৭ অক্টোবরের মারাত্মক সন্ত্রাসী হামলার পরে শুরু হওয়া সহিংসতার কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। এরপর থেকে ইসরাইল গাজায় হামাসের স্থাপনায় বোমাবর্ষণ করছে এবং হামাস নিয়ন্ত্রিত এলাকা অবরোধ করে রেখেছে। দুই সপ্তাহের আন্তর্জাতিক আলোচনার পর শনিবার গাজায় সীমিত জল,খাদ্য ও চিকিৎসা সরবরাহের অনুমতি দেয়া হয়। নিরাপত্তা পরিষদ ত্রাণ বিতরণে সহায়তা করার জন্য সহিংসতা বন্ধের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করতে এক সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো ব্যর্থ হয়েছে। গত সপ্তাহে গাজাবাসীদের ত্রাণ প্রদানের জন্য দুটি পৃথক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে একটি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কারণে। অনেক আরব দেশ উদ্বিগ্ন যে, দশলাখের বেশি গাজাবাসীকে সরিয়ে নেয়ার ইসরাইলের আদেশ তাদের নিজ ভূমি থেকে জোরপূর্বক স্থানান্তরের একটি প্রচেষ্টা। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেস ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া বক্তব্যে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন,গাজাতে ইসরাইলের অবরোধ 'আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের স্পষ্ট লংঘন'। এদিকে মঙ্গলবার নিরাপত্তা পরিষদে জাতিসংঘের প্রধানের করা মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হওয়ার পর ইসরাইল বলেছে, তারা জাতিসংঘের সাথে তাদের সম্পর্ক পুনর্মূল্যায়ন করছে। গুতেরেস বারবার দৃঢ়ভাবে হামাসের সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করেছেন। তিনি জঙ্গিদের হাতে বন্দি দুইশো জনের বেশি পণবন্দিকে অবিলম্বে মুক্তি দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই আক্রমণ যে হাওয়া থেকে হয়নি তা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ।

বুধবার ইউক্রেনে ১৫ কোটি ডলারের সামরিক সহায়তা পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে

নিউ ইয়র্ক ঃ যুক্তরাষ্ট্র বুধবার থোক সাহায্য হিসেবে ইউক্রেনের জন্য ১৫ কোটি ডলার পর্যন্ত অতিরিক্ত সামরিক সহায়তা প্রদান করছে বলে জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের তিনজন সামরিক কর্মকর্তা ভয়েস অফ আমেরিকাকে একথা জানান। ইউক্রেন রাশিয়া নিয়ন্ত্রিত ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলোকে ব্যাপকভাবে আঘাত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত নতুন অস্ত্র ব্যবহার করার এক সপ্তাহ পরেই এই সংবাদ জানা গেল।

এই থোক সহায়তার মধ্যে রয়েছে হাই মোবিলিটি আর্টিলারি রকেট সিস্টেম (হাইমার্স)-এর জন্য আরও জিএম এলআরএস রকেট, ন্যাশনাল অ্যাডভান্সড সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল সিস্টেম (নাসামস), টো অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মিসাইল, এইম নাইন সাইডউইন্ডার মিসাইল এবং ১৫৫ মিমি রাউন্ডের যুদ্ধাস্ত্র। দুজন কর্মকর্তা এই থোক সহায়তার ঘোষণার আগে আলোচনার সময়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে ভয়েস অফ আমেরিকার সাথে কথা বলেছেন।

১৫৫ মিমি রাউন্ডের প্রাপ্যতা সাম্প্রতিক দিনগুলোতে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। কারণ যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদার ইউক্রেন এবং ইসরাইল উভয়েরই তাদের যুদ্ধের জন্য ১৫৫ মিমি রাউন্ডের প্রয়োজন। ইউক্রেনের যুদ্ধ রাশিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে, ইসরাইলের যুদ্ধ ফিলিস্তিনি জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসে বিরুদ্ধে। হামাস ৭ অক্টোবর নির্লজ্জ সন্ত্রাসী হামলায় শত শত ইসরাইলিকে হত্যা করেছে এবং আরও কয়েক ডজন মানুষকে অপহরণ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

ওয়াশিংটন বলেছে, তারা তেল আবিব এবং কিয়েভের সামরিক চাহিদা পূরণে সক্ষম।

বুধবার প্রত্যাশিত এই থোক সহায়তাটি ৪৯তম বারের থোক সহায়তা, যেটি যুক্তরাষ্ট্রের মজুদ থেকে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীকে সরঞ্জাম সরবরাহ করতে যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্টের ড্রডাউন কর্তৃত্ব ব্যবহার করেছে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে রাশিয়া বিনা প্ররোচনায় ইউক্রেনে আগ্রাসন শুরু করার পর থেকে ইউক্রেনকে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৪৪০০ কোটি ডলারের নিরাপত্তা সহায়তা দিয়েছে ।

তরুণ ভারতীয়দের সপ্তাহে ৭০ ঘন্টা কাজের পরামর্শ দিলেন তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিস এর প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ মূর্তি

নয়া দিল্লি ঃ আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিত ভারতের তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিস এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন সিইও নারায়ণ মূর্তি, ইনফোসিস এর প্রাক্তন সিএফও মোহনদাস পাইয়ের সঙ্গে একটি পডকাস্টে অংশ নিয়েছিলেন। সেই আলাপচারিতায় তিনি বলেন, ভারতের উৎপাদনশীলতা অনেক কম। উৎপাদনশীলতার নিরিখে বিশ্বে ভারত র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। চীন, জাপান, জার্মানির সঙ্গে ভারতের এই ফারাক তৈরি হয়েছে একমাত্র কর্মসংস্কৃতির কারণে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই সব দেশের মানুষ সুনিয়োজিতভাবে অধিক সময় কাজ করেছেন।

এই অনুষ্ঠানে নারায়ণ মূর্তি বলেছেন, দেশের নতুন প্রজন্মের উচিত সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকা। তবেই দেশে কর্মসংস্কৃতির পরিবেশের উন্নতি ঘটবে এবং বিশ্ব মঞ্চে অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে পারবে ভারত। তার কথায়, আমার অনুরোধ হল, দেশের নতুন প্রজন্ম তথা ইয়ংস্টাররা বলুক, এটা আমাদের দেশ, আমরা সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ করব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এটাই জার্মান ও জাপানিরা করেছিলেন। নারায়ণ মূর্তির বক্তব্য, নতুন প্রজন্ম যদি আরও বেশি সময় কাজ না করে তাহলে তথাকথিত উন্নত দেশগুলিকে ভারত ছুঁতেই পারবে না। কারণ তারা পরিশ্রম করেই উন্নতি করেছে। নারায়ণ মূর্তির বক্তব্য অনুযায়ী সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ করা মানে ৬ দিনে গড়ে রোজ সাড়ে ১১ ঘণ্টা কাজ করা। তাতে কাজ ও ব্যক্তিগত জীবযাপনের ভারসাম্য কীভাবে রাখা যাবে সেই প্রশ্ন উঠেছে।

কিন্তু সেই ভারসাম্যের তর্কে নারায়ণ মূর্তি ঢুকতে চাননি। তিনি বলেন, কাজের ক্ষেত্রে আরও শৃঙ্খলা আনতে হবে এবং উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। একা গরিব সরকার কী করবে? দেশের মানুষের যা সংস্কৃতি, সেটাই সরকারের সংস্কৃতি। তাই আমাদেরই কাজের সংস্কৃতিতে বদল ঘটাতে হবে।

ভারতের উন্নতির পথে অন্যান্য অন্তরায়গুলি নিয়েও তার মতামত জানিয়েছেন নারায়ণ মূর্তি। তার মতে, সরকারি স্তরে দুর্নীতি, আমলাতন্ত্রের দক্ষতার অভাবও পিছিয়ে পড়ার কারণ। বিশ্ব মঞ্চে এগিয়ে থাকার জন্য এই সব বাধা কমাতেই হবে বলে তার মত।

নারায়ণ মূর্তির এই তত্ত্বে জোরালো সমর্থন করেছেন ওলা ইলেকট্রিকের সিইও ভাবিশ আগরওয়াল। তার কথায়, আমি ওর সঙ্গে পূর্ণ সহমত পোষণ করি। এটা আমাদের কম কাজ করে বিনোদন বিলাসের সময় নয়। বরং দেশের জন্য কাজ করার সময়। যা কয়েক প্রজন্ম ধরে অন্য দেশগুলি করেছে।

তালিবান বিশিষ্ট এক আফগান শিক্ষা বিষয়ক প্রবক্তাকে মুক্তি দিল

কাবুল (এজেন্সী) ঃ আফগানিস্তানের তালিবান সরকার বৃহস্পতিবার জাতীয়ভাবে পরিচিত একজন শিক্ষা প্রবক্তাকে প্রায় সাত মাস বন্দী রাখার পর মুক্তি দিয়েছে। আফগানিস্তানের কমিউনিটি ভিত্তিক শিক্ষা সাপোর্ট নেটওয়ার্ক পেনপ্যাথের প্রতিষ্ঠাতা মতিউল্লাহ ওয়েসাকে গত মার্চে কাবুলে সন্দেহজনক কার্যকলাপের অভিযোগে বন্দুকের মুখে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। আফগান কর্তৃপক্ষ তার বাড়িতে অভিযান চালায়।

মতিউল্লাহ ওয়েসা ২১৫ দিন বন্দী থাকার পর আজ মুক্তি পেয়েছেন। সামাজিক মাধ্যম এক্স'এর মাধ্যমে পেনপ্যাথ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তালিবান কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিকভাবে ঐ সক্রিয়কর্মীর মুক্তির বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। তার গ্রেপ্তার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ক্ষুব্ধ করে তোলে এবং তার মুক্তির জন্য তালিবানের প্রতি ব্যাপক আহ্বান জানানো হয়। আফগান মানবাধিকার পরিস্থিতি সংক্রান্ত জাতিসংঘের বিশেষ কর্মকর্তা রিচার্ড বেনেট এক্স'এজানিয়েছেন, আমি মতিউল্লাহ ওয়েসারের মুক্তিকে স্বাগত জানাই। আফগানিস্তানের মানবাধিকার রক্ষাকারী কর্মী যারা নিজের ও অন্যদের মানবাধিকারের পক্ষে সক্রিয় হয়েছেন তাদেরকে যে নির্বিচারে আটক করা হয়েছে তাদের সকলেরঅবিলম্বে ও নিঃশর্ত মুক্তির আহ্বান জানাই। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ওয়েসার মুক্তিকে আফগানিস্তান থেকে সুসংবাদ বলে অভিহিত করে এক্স'এ জানিয়েছেন, বালিকাদের শিক্ষার অধিকার প্রচারের জন্য তাকে কখনই জেলে পাঠানো উচিত হয়নি।

তালিবান গত বছর আফগানিস্তানে কিশোরী মেয়েদের ষষ্ঠ শ্রেণির পরে স্কুলে পড়া বন্ধ করে দেওয়ার পরে ওয়েসা তার সংগঠনের মাধ্যমে নানাপ্রদেশে গিয়েছেন এবং গ্রেপ্তার হওয়ার আগে পর্যন্ত নারী শিক্ষার পক্ষে প্রচার অভিযান চালিয়েছেন। তালিবান মুখপাত্র জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ বলেছেন, ঐ কর্মীকে তার কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন কর্মকাণ্ডের জন্য আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। মুজাহিদ অভিযোগ করেছেন যে, ওয়েসা তালিবান সরকারকে না জানিয়ে গোপনে এবং খোলাখুলি বৈঠক করেছিলেন। বিদেশেও তার যোগাযোগ ছিল এবং তিনি বিদেশ থেকে নির্দেশনা পাচ্ছিলেন।

নিরাপত্তা

সমলিঙ্গের দু'জন মানুষের বিবাহকে এখনও আইনি স্বীকৃতি দেয়নি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট

পাঞ্জাবে দুই নারীর ভালবাসার বিয়েতে পুলিশকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ হাইকোর্টের

জলন্ধর ঃ পাঞ্জাবের জলন্ধরের দুই তরুণী গত ১৮ অক্টোবর খারার গুরুদ্বারে পরিবারের অমতেই বিয়ে করেন। কিন্তু দুজনের পরিবারই ছিলেন এই বিয়ের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে, তাই তাদের উপর হামলা হতে পারে, এমন আশঙ্কা করে বিয়ের পরেই জলন্ধরের এসএসপিকে নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন দুই তরুণী। কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। এরপরে পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এই দুই সদ্যবিবাহিতা।

আদালত তাদের দাখিল করা পিটিশন খতিয়ে দেখে। এরপরেই জলন্ধরের এসএসপিকে সমলিঙ্গের ওই দম্পতির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

ভারতে এখনও আইনিভাবে সমলিঙ্গের মানুষদের বিবাহ এখনও বৈধ নয়। সমলিঙ্গের দু'জন মানুষের বিবাহকে এখনও আইনি স্বীকৃতি দেয়নি ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। তবুও সমাজ আইন কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে গুরুদ্বারে গিয়ে পরিবারের অমতেই বিয়ে করেছিলেন এই দুই তরুণী। তারপর নিরাপত্তা চেয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এরপরেই পুলিশকে দুই সদ্য বিবাহিতা তরুণীর নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দিল হাইকোর্ট। সম্প্রতি বিবাহের সমানাধিকার, যা সমলিঙ্গের বিবাহ নামেই পরিচিত হয়ে উঠেছিল, সেই মামলায় রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সেই রায়ে ৫ বিচারপতির একটি বেঞ্চ সমলিঙ্গের বিয়েকে শেষ পর্যন্ত বৈধ বলে ঘোষণা করেনি। যদিও সমকামিতা এবং এলজিবিটকিউআইএ গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের দাবি এবং অধিকার নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে আদালত। দু'জন সমলিঙ্গের মানুষের সন্তান দত্তক নেওয়ার অধিকারও রয়েছে বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে একই লিঙ্গের দুজন মানুষের বিবাহ বৈধ হবে কিনা, তা দেখার বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আইনসভার উপরেই ছেড়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

জাতীয় খবর বাংলা দৈনিক রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

ইংরেজবাজার পুরসভার বাঁধ রোড এলাকার মহানন্দা নদীর তীরবর্তী জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের ত্রাণ বিলি করলেন জেলা শাসক

মালদা ঃ একটানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়লো মালদার ইংরেজবাজার পুরসভার বিস্তীর্ণ এলাকা। একইভাবে পুরাতন মালদা পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে জল জমে থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে বাসিন্দাদের। বৃহস্পতিবার দুপুরে এই পরিস্থিতির মধ্যে ইংরেজবাজার পুরসভার বাঁধ রোড এলাকার মহানন্দা নদীর তীরবর্তী জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের ত্রাণ বিলি করলেন জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া। এদিন ইংরেজবাজার পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছবি দাসের উপস্থিতিতে মহানন্দা নদীর সংলগ্ন বানভাসি মানুষদের ত্রাণ বিলি করেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। তিনি বলেন বুধবার গভীর রাত থেকে ব্যাপকহারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে মালদায়। যার ফলে অনেক এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। সেইসব এলাকার পরিস্থিতির তদারকি করা হয়েছে। মহানন্দা নদীর তীরবর্তী যেসব এলাকা প্লাবিত হয়েছে, সেখানকার বাসিন্দাদের জন্য থাকার ফ্লাড সেঃটারে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি ত্রাণ বিলের করা হয়েছে।

এদিকে সারারাত বৃষ্টির জেরে হাবুডুবু অবস্থা মালদা শহরের। ইংরেজবাজার পুরসভার একাধিক ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। জলমগ্ন শহরের বেশ কিছু হাইস্কুল এবং মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

পুরসভা ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে থেকেই আবহাওয়া দপ্তর জারি করেছে মালদা জেলায় লাল সংকেত। আর আবহাওয়া দপ্তরে কথা অনুযায়ী বুধবার সারারাত ধরে টানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়ে মালদার একাধিক এলাকা। বিশেষ করে ইংরেজবাজার পুরসভার ৩,৪ নম্বর ওয়ার্ড ২৫ নম্বর, ২৯ নম্বর, ২৪ নম্বর ওয়ার্ড সহ ১১, ১২ , ১০ নম্বর ওয়ার্ড প্রায় সমস্ত ওয়ার্ডেই জলমগ্ন। জলে ডুবেছে মালদা জেলা হাই স্কুল এবং ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র হাই স্কুল। তার পাশাপাশি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষ জল নিকাশির প্রযত্নেজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে।

অন্যদিকে পুরাতন মালদা পুরসভার বিভিন্ন জলমগ্ন এলাকা গুলি পরিদর্শন করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক বৈভব চৌধুরী । তিনি বলেন , বৃষ্টিতে বেশ কিছু ওয়ার্ড জলমগ্ন হয়েছে। সেইসব এলাকায় জল নিকাশির ক্ষেত্রে প্রযত্নেজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এদিকে পুজোর মরশুমে একটানা বৃষ্টির জেরে ইংরেজবাজার শহরের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন পুরো মার্কেট সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। সকাল থেকেই অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা দোকান খুলে জলের মধ্যেই বেচাকেনা করেছেন। যদিও এদিন খদ্দেরের সংখ্যা ছিল অনেক কম। নেতাজি পুরো মার্কেটে এলাকাতেও বৃষ্টির জল অনেক দোকানে ঢুকে পড়ে। তাতেও বেশ কিছু সামগ্রী নষ্ট হয় বলে অভিযোগ। মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সম্পাদক উত্তম বসাক জানিয়েছেন, এরকমভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলতে থাকলে পুজোর মরশুমে ব্যবসায়ীরা লোকসানের মুখে পড়েছেন। তবে আমরা পুরসভা প্রশাসনের কাছে বিভিন্ন বাজারে জল নিকাশির যাতে দ্রুত করা হয় সে ব্যাপারে আবেদন জানিয়েছি।

বকেয়া মহার্ঘ ভাতার দাবিতে গত ২৭৪ দিন ধরে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে চলছে ধর্ণা অবস্থান শহীদ মিনারের পাদদেশে

রুদ্রনীল ঘোষ

কলকাতা ঃ রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে যে সরকারি কর্মচারীরা সরকার পরিচালনা করেন তাদেরকে বঞ্চিত করে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা খরচ করে আমোদ প্রমোদ উৎসব করছে। আকাশে যে পরিমাণ উজ্জ্বল সূর্যের আলো থাকার কথা সেই উজ্জ্বল আলো আজ নেই কারণ গতকাল রাতে এই রাজ্য সরকার জ্যোতি হারিয়েছে। একে একে সবাই যাবেন । চুরি করলেই শাস্তি হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায় আজ রেড রোডে আসবেন তার ঢিলা দূরত্ব এ হাজারো হাজারো মানুষ বসে আছে হকের দাবি আদায়ের কারণে। মুখ্যমন্ত্রী তাদের বঞ্চিত করে উল্লাসে মত্ত।

রাত পোহালেই কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা,ধনলক্ষীর আরাধনায় আকাশ ছোঁয়া বাজারদর!

পশ্চিম মেদিনীপুরঃ বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ।দুর্গাপূজা রেশ কাটতে না কাটতেই রাত পোহালেই কোজাগরীলক্ষ্মীপূজা , বাড়িতে বাড়িতে ধন লক্ষীর আরাধনায় মেতে উঠবেন বাঙালি।মা লক্ষীকে খুশি করতে নিষ্ঠা ভরে পূজার্চনার পাশাপাশি হরেক রকম ফল উৎসর্গ করেন গৃহকর্তা কর্তীরা। কিন্তু মা লক্ষী কে তুষ্ট করতে এবার হাতে একটু ছেঁকা লাগছে।

পুলিশের সহায়তায় ফুটপাতগুলো দখলমুক্ত করা হচ্ছে

কোচবিহার ঃ দুর্গাপুজোর ঠিক আগে আগেই শহরকে সচল রাখতে মাথাভাঙ্গা পৌরসভার তরফ থেকে শুরু হয়ে গেল ফুটপাত দখল মুক্ত অভিযানড এই বিষয়ে মাথাভাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতী প্রামানিক জানান যে সমস্ত দোকানদার ফুটপাত দখল করে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে যার ফলে পথ চলতি মানুষ থেকে শুরু করে যানবাহন চলাচলে প্রত্যেকেই অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে এবং অকারণে মাথাভাঙা শহরকে ভিড়ে ঠাসা একটি শহর মনে হচ্ছে। তারই ফলস্বরূপ আজকের এই ফুটপাত দখল মুক্ত করা বলে জানা যায় । পৌরসভার তরফ থেকে যদিও এ বিষয়ে প্রত্যেক ব্যবসায়ীদেরকে মাইকিং করে বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই সজাগ করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় ব্যবসায়ীরা এই বিষয়ে কোন কর্ণপাত করেনি। কিন্তু আজকে দেখা যায় কিছু কিছু ব্যবসায়ী বাধা দেয়ার চেষ্টা করছিল। মাথাভাঙ্গা খানার তরফ থেকে এই দখলমুক্ত অভিযানে সহযোগিতার হাত বাড়াতে দেখা যায়।

বোনাসের দাবিতে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন চা বাগানে চলছে গেট মিটিং

আলিপুরদুয়ার ঃ চা শ্রমিকদের বোনাস নিয়ে আজ বোনাস বৈঠক আয়োজিত হচ্ছে কলকাতায়।উত্তরবঙ্গের চা বলয়ের শ্রমিকদের ২০ বোনাসের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকালে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন চা বাগানে চলছে গেট মিটিং।বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শ্রমিকরা গেট মিটিং এ সামিল হয়েছে। এদিন কালচিনি ব্লকের ডীমা চা বাগানে শ্রমিকরা গেট মিটিং এ সামিল হয়। গেট মিটিং এ সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন।ইতিমধ্যেই দুটি বোনাস বৈঠক ভেস্তে গিয়েছে।মালিকপক্ষ ৮.৫ বোনাস প্রদান করার কথা জানিয়েছে,কিন্তু সমস্ত শ্রমিক সংগঠন ২০ বোনাসের দাবিতে অনড়।আজকের বোনাস বৈঠকে কি সিদ্ধান্ত হয় সে দিকে তাকিয়ে আছে উত্তরের চা বলয়ের শ্রমিকরা।

উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলেন সেচ মন্ত্রী

জলপাইগুড়ি ঃ সিকিমের বাঁধ ভেঙ্গে তিস্তা সহ একাধিক নদীর জলস্ফিতি হয়ে উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলা সহ দার্জিলিং জেলার একাধিক জায়গায় বন্যা পরিস্থিতি শুরু হয় গত কাল থেকে। এর জেরে গৃহহীন হয়ে পড়ে বহু মানুষ। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে সকালে বাগডোগরা বিমান বন্দরে এসে নামেন পশ্চিমবঙ্গের সেচ দপ্তরের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক।বাগডোগরা বিমান বন্দর থেকে তিনি সোজা চলে যান গজল ডোবার বন্যা প্লাবিত এলাকায়। সেখানে সেচ বিভাগের একাধিক আধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়র দের সাথে আলোচনা করেন।সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমীন, মন্ত্রী গুলাম রব্বানী, মন্ত্রী বুলু চিক বড়াইক, বিধায়ক খগেশ্বর রায় সহ জন প্রতিনিধি। পরবর্তীতে জলপাইগুড়ির তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকা গুলিতে সেচ মন্ত্রী যান। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, মূলত টেকনিক্যাল টিমের সঙ্গে এদিন আলোচনা হয় যে এর পরবর্তী কি পদক্ষেপ নিলে ভালো হবে। এছাড়াও তিনি বলেন, এই বিপদের সময় মানুষের জন্য যা করার প্রযত্নেজন হবে সবই করা হবে।

আলিপুরদুয়ারে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ভুটানের নাগরিকের

আলিপুরদুয়ার ঃ মাদারিহাটের দলদলি এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা মৃত এক ভুটানের নাগরিক । বৃহস্পতিবার মাদারিহাট দলদলি এলাকায় বীরপাড়া গামী ভুটানের পিক আপ ভ্যান সহিত হাসিমারা গামী একটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এই ঘটনায় ভুটানের পিক আপ গাড়িটি দুমড়ে মুচড়ে যায় । এবং পিক আপ ভিতরে থাকা দুজন ভুটানের নাগরিক একজন পুরুষ ও একজন মহিলা আহত হয়। এর মধ্যে পুরুষ গুরুতর আহত হয় । ওপরদিকে লরিটি সড়কের ধারে নয়নজুলিতে পালটে রায় । ঘটনাস্থলে মাদারিহাট পুলিশ পৌছে আহতদের বীরপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং হাসপাতালে ভুটানের পুরুষ নাগরিক মৃত্যু হয় । মহিলা সুস্থ আছে। এবং লরির চালক সুস্থ আছে।

লাগাতার বৃষ্টি, মৃৎশিল্পীরা কারখানায় আগুনের সাহায্য নিয়ে প্রতিমা শুকানোতে তরজোড়

মালদা ঃ দুর্গাপুজোর মরশুমে লাগাতার বৃষ্টির জেরে নাজেহাল অবস্থা মালদার মৃৎশিল্পীদের । আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় এখন মৃৎশিল্পীরা নিজেদের কারখানায় আগুনের সাহায্য নিয়ে প্রতিমা শুকানোতে তরজোড় শুরু করেছেন। এইরকম ভাবে লাগাতার বৃষ্টি চলতে থাকলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করতে পারবেন কিনা, তা নিয়েও মৃৎশিল্পীদের একাংশের মধ্যে তৈরি হয়েছে দুশ্চিন্তার ভাঁজ । মালদার ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে অসংখ্য মৃৎশিল্পীরা রয়েছেন। অধিকাংশ মৃৎশিল্পীরা নিজেদের কারখানায় প্রতিমা তৈরীর কাজ করেন। কিন্তু যেভাবে বুধবার গভীর রাত থেকে টানা বৃষ্টি চলছে, তাতে চরম সমস্যায় পড়েছেন মৃৎশিল্পীরা। অনেকের প্রতিমা তৈরির কারখানায় বৃষ্টির জল ঢুকে পড়েছে। এই অবস্থায় কেউ কেউ আগুন জ্বালিয়ে প্রতিমা শুকানোর কাজ করছেন। পরিস্থিতি এরকম চলতে থাকলে সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ক্লাবগুলিকে দুর্গা প্রতিমা সম্পূর্ণভাবে তৈরি কিভাবে করে দিবেন তা নিয়েও অধিকাংশ মৃৎশিল্পীরা চিন্তায় পড়েছেন। উল্লেখ্য, ইংরেজবাজার এবং পুরাতন মালদা পুরসভা এলাকায় ছড়িয়েছিটিয়ে প্রায় ১০০ জন মৃৎশিল্পী রয়েছেন।

আজকের দিনটি

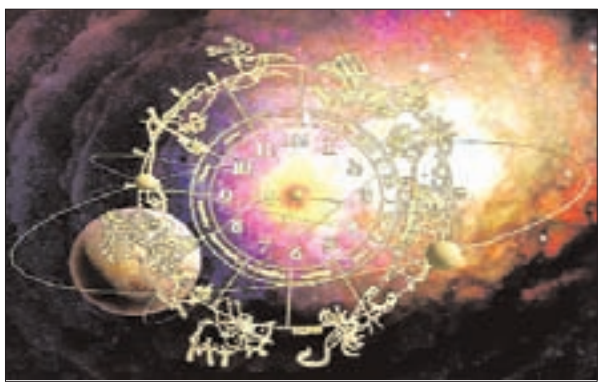

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

ধন সম্পদের দেবীকে তুষ্ট করতে সকাল থেকেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরার বিভিন্ন এলাকায় বাজারে বেরিয়ে পড়েছেন মানুষজন

পশ্চিম মেদিনীপুরঃ কোজাগরী আসলে কী? কোজাগরী অর্থাৎ আশ্বিনের শেষ পূর্ণিমাতে রাতের বেলা এই পূজো হয় বলে একে কোজাগরী বলা হয়।অর্থ , সম্পত্তি ও ধন দেবতা হলেন মা লক্ষী। হিন্দু শাস্ত্রমতে প্রতিটি বাড়িতে বাড়িতে হয় এই লক্ষী মায়ের আরাধনা। হিন্দু পুরান মতে ,আশ্বিন এর পূর্নিমার রাতে ধনদেবী এসে এসে খোঁজ নিয়ে যান কে জেগে আছেন তার জন্য। হিন্দুদের প্রচলিত বিশ্বাস,যে বা যারা জেগে থাকেন লক্ষী দেবী তাদের প্রসন্ন হন।ধন, অর্থ ও সম্পত্তি অর্থতে ভরিয়ে দেবেন তাদের।

এই লক্ষী পূজোকে কেন্দ্র করে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা বাজার রীতিমত জামজমাট!চড়া বাজারদর। বাজারে ফুল ও ফলের দাম বেশ উর্ধ্বমুখী। যার ফলে লক্ষী মায়ের আরাধনা এর জন্য ফুল ও ফল কিনতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে সাধারণ মানুষ। তবুও বাজারে ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে পূজোকে কেন্দ্র করে। শুধু তাই নয় প্রতিবছরের মতো এবছরও বাজারে বাজারে লক্ষী প্রতিমার মূর্তি কেনারও হিড়িক লক্ষ্য করা গিয়েছে।একটি ছাঁচের ছোট মূর্তি তিনশো থেকে সাড়ে চারশো দামে বিকচ্ছে। আপেল, নাশপাতি,লেবু, শসার দাম চড়চড়িয়ে বেড়েছে। তবে,অগ্নিমূল্য যাই হোক না কেন লক্ষী মায়ের আরাধনা তে কোন ত্রুটি রাখতে চায় না আপামর বাঙালি।

প্রায় সমস্ত হিন্দু পরিবারের মহিলারা নিজ গৃহে প্রতিষ্ঠিত লক্ষী প্রতিমাকে নিজ হাতে ঘটা করে পূজো করেন এই দিনে। লক্ষী দেবীর পছন্দের নানা পদ দিয়ে পূজা চলতে থাকে। হিন্দু ধর্মের মানুষেরা নারকেলের ফুল বা গোঁজা কে লক্ষী দেবীর পছন্দের খাবার হিসেবে মেনে চলা হয়। এছাড়াও চিড়ে, মিষ্টি ,ফল সহ নানা পদ দিয়ে হয় পূজো। শুধু তাই নয় ঘটা করে নানা জায়গাতেও বড় ধরনের এই লক্ষী পূজোর আরাধনা লক্ষ্য করা যায়। বাজেটে কিছুটা কাটছাট করেই পুজোর বাজার সারছেন মানুষজন। বাজারে জিনিস পত্রের দাম নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের।

গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক সহ যোগীতায় প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে প্রয়াগপুর কালিমাতা সংঘ ক্লাবের সামনে পানীয় জলের জন্য সব মার্শিবল পাম্পের উদ্বোধন

কাঁকসা ঃ এলাকাবাসীর দাবি মেনে শুক্রবার দুপুর ১২টা নাগাদ কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাঁকসার প্রয়াগপুর গ্রামে সাব মার্শিবল পাম্পের উদ্বোধন করা হয়।

এদিন কাঁকসা ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের আর্থিক সহ যোগীতায় প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে প্রয়াগপুর কালিমাতা সংঘ ক্লাবের সামনে পানীয় জলের জন্য সব মার্শিবল পাম্পের উদ্বোধন করা হয়।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান স্বপ্না বাগদি ও উপ প্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে তীব্র জলকস্ট দেখা দিয়েছিলো। গ্রামের মানুষ এই বিষয়ে পঞ্চায়েতের দারস্থ হলে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে দ্রুত পানীয় জলের জন্য সাব মার্শিবলের ব্যবস্থা করে।দ্রুত এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা মিতে যাওয়ায় খুশি গ্রামের মানুষ।

মা দুর্গার বিসর্জন হতে না হতেই প্রত্যেকটা বাঙালির ঘরে শুরু হয়ে যায় কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর তোড়জোড়

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ কথিত আছে বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। মা দুর্গার বিসর্জন হতে না হতেই প্রত্যেকটা বাঙালির ঘরে শুরু হয়ে যায় কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর তোড়জোড়।

বাঙালির যে বারো মাসে তেরো পার্বণ সেই পূজা-পার্বণের দিন শুরু হয়ে গেছে দুর্গা পুজো থেকেই। আশ্বিন মাসের শরৎ কাল থেকেই বাঙালির উৎসবের মরশুম শুরু।

কোজাগরী শব্দটির উৎপত্তি 'কো জাগতী' থেকে। যার অর্থ 'কে জেগে আছো' পূরাণে কথিত আছে, কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর দিন মা মর্ত্যে আসেন। সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশীর্বাদ দেন। কিন্তু যে বাড়ির দরজা বন্ধ থাকে, সেই বাড়িতে ধনদৌলতের দেবী প্রবেশ করেন না। মুখ ফিরিয়ে চলে যান। সেজন্য নাকি রাত জেগে মা লক্ষ্মীর পুজো হয়। আশ্বিন মাসের শেষ পূর্ণিমা তিথিতে সেই পুজো হওয়ায়, কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো বলা হয়। আর এই লক্ষ্মীপূজাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও গ্রাম থেকে কলা গাছ কেটে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকে বারুইপুর , জয়নগর , মগরাহাট , বিষ্ণুপুর সহ বিভিন্ন এলাকার একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা । গ্রামের বিভিন্ন জমি থেকে কলা গাছ সংগ্রহ করে সঙ্গে সিস ডাব , তীরকাঠি , বেলপাতা সহ একাধিক নানা ধরনের পূজোর সামগ্রী গ্রাম থেকে শহরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবে। বিশেষত এই কলাগাছকেই কোজাগরী লক্ষ্মীরূপে পুজো করেন অনেক বাসিন্দা। কোথাও আস্ত কলাগাছকে কাপড় পরিয়ে সাজানো হয়। আবার কেউ কলার বাজরা কেটে নৌকা তৈরি করে তাতে পঞ্চশস্য এবং সোনারূপার মুদ্রা রেখে মা লক্ষ্মীর আরাধনা করেন। তাই আজও কলাগাছকে মনে করা হয় বিষ্ণুপ্রিয়া। কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোয় তাই কোলকাতায় বহু বাড়িতেই পূজিতা হন কলাগাছরূপী মা লক্ষ্মী।

গ্রেফতার হয়েছে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

কলকাতাঃ গতকাল গ্রেফতার হয়েছে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। জোকা ESI হাসপাতালে মেডিক্যাল চেক আপের জন্য তাকে কলকাতা ইডি দফতর সল্টলেক CGO COMPLEX থেকে বার করা হল। শারীরিক চিকিৎসার পর আজই তাকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হবে। ইডি সূত্রের খবর, আজই ইডির তরফ থেকে এই কেসে স্পেশাল পিপি appointed করা হয়েছে। স্পেশাল পিপি হিসেবে ইডির তরফ থেকে appointed করা হয়েছে ফিরোজ এডুলজিকে। যার হাতে রয়েছে নিযগে দুর্নীতির একাধিক কেস।

সারারাত বৃষ্টির জেরে হাবুডুবু অবস্থা মালদা শহরের

মালদা ঃ সারারাত বৃষ্টির জেরে হাবুডুবু অবস্থা মালদা শহরের। শহরের ইংলিশ বাজার পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ড জলমগ্ন। জলমগ্ন শহরের বেশ কিছু হাই স্কুল এবং মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। আগে থেকেই আবহাওয়া দপ্তর জারি করেছে মালদা জেলাকে লাল সংকেত। আর আবহাওয়া দপ্তরে কথা অনুযায়ী বুধবার সারারাত ধরে টানা বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়ল মালদার একাধিক এলাকা। বিশেষ করে ইংরেজবাজার পৌরসভার ৩,৪ নম্বর ওয়ার্ড ২৫ নম্বর ওয়ার্ড ২৯ নম্বর ওয়ার্ড ২৪ নম্বর ওয়ার্ড সহ ১১ ১২ ১০ নম্বর ওয়ার্ড প্রায় সমস্ত ওয়ার্ডেই জলমগ্ন। জলে ডুবেছে মালদা জেলা হাই স্কুল এবং ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র হাই স্কুল। তার পাশাপাশি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

হরপা বানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শনে এলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস

শিলিগুড়ি ঃ হরপা বানে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শনে এলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।ইতিমধ্যেই তিস্তার ধ্বংসলীলা খতিয়ে দেখতে উত্তরবঙ্গে পৌঁছে গিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।বৃহস্পতিবার তিনি দিল্লি থেকে সরাসরি বিমানে বাগডোগরা নেমে সড়কপথে প্রথমে কালিঝোরা এলাকায় যান। সেখান থেকে জলপাইগুড়ির রংধামালি এলাকায় যাওয়ার কথা রয়েছে রাজ্যপালের।প্রসঙ্গত, বুধবার উত্তর সিকিমের লোনাক হ্রদ ভেঙে বিপুল জলরাশি উপচে পড়ে তিস্তায়। যার জেরে নিহত হয়েছেন অন্তত ১৪ জন। নিখোঁজ শতাধিক। সিকিমে ১৪টি সেতু ভেঙে পড়েছে। আটকে রয়েছেন ৩০০০-এরও বেশি পর্যটক। সিকিমের সঙ্গে বাংলার যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছে। তিস্তা নদী সংলগ্ন এলাকা থেকে বহু মানুষকে নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এদিনও কিছু এলাকায় ছোট বড় ধস নেমেছে বলে জানা গিয়েছে। ফলে যেকোনও সময় আরও বড় বিপর্যয় নেমে আসার আশঙ্কা রয়েছে।

টানা বৃষ্টির জেরে ক্রেতার দেখা নাই , নাই বেচাকেনা , সকল কাপড় দোকানদারদের কপালে পড়েছে চিন্তার ভাঁজ

মালদা ঃ বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্গা উৎসব এই দূর্গা পূজার উৎসবকে কেন্দ্র করে সকল কাপড় ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন রকমেরই নামিধামি দোকানে কাপড় উঠেছেন লাভের আশায় । তাই দুর্গাপূজা গুনা হাতে কটা দিন মালদা জেলাতে টানা বৃষ্টির জেরে নেই কোন কাপড় ব্যবসায়ী দোকানদারদের ক্রেতার দেখা, নাই বেচাকেনা , তাই সকল কাপড় দোকানদারদের কপালে পড়েছ চিন্তার ভাঁজ , কাপড় ব্যবসায়ী এক দোকানদার জানান ঋণ এরপর টাকা নিয়ে কুড়ি লক্ষ টাকার কাপড় জামা কিনেছেন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ক্লাবের আশায় । দোকানের কর্মচারীদের বেতন দিতেই খাচ্ছেন হিমশিম দোকানের মালিক ।

পরিত্যক্ত বাড়িতে আচমকায় বোমা বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা

মালদা ঃ পরিত্যক্ত বাড়িতে আচমকায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো কালিয়াচক থানার নওদা যদুপুর এলাকায়। বৃহস্পতিবার সাতসকালে বিকট আওয়াজে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কালিয়াচক থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, যে পরিতক্ত বাড়িতে এই বোমা বিস্ফোরণটি হয়েছে, সেখানে কেউ থাকত না । স্থানীয় এক বাসিন্দা রাজিব শেখ জানিয়েছেন, সকালে বোমা বিস্ফোরণের বিকট আওয়াজে কেঁপে উঠে এই এলাকা। গ্রামবাসীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীন শেখ নামে যে ব্যক্তির বাড়ি। তারা এখানে দীর্ঘদিন ধরে থাকে না। বাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। দুস্কৃতীরা এখানে বোমা মজুদ করেছিল, তা থেকে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটেছে। এই ঘটনায় যিনি বাড়ির মালিক তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা পুরো ঘটনার ব্যাপারে পুলিশকে জানিয়েছি। কালিয়াচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, এই পরিত্যক্ত বাড়িতে কিভাবে বিস্ফোরণের ঘটনাটি ঘটলো তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে মনে করা হচ্ছে আগে থেকেই দুস্কৃতীরা বোমা মজুদ করেছিল । সেখান থেকেই ঘটনাচক্রে কোনোভাবে বোমা বিস্ফোরণ ঘটেছে। এই ঘটনা সঙ্গে জড়িত দুস্কৃতীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

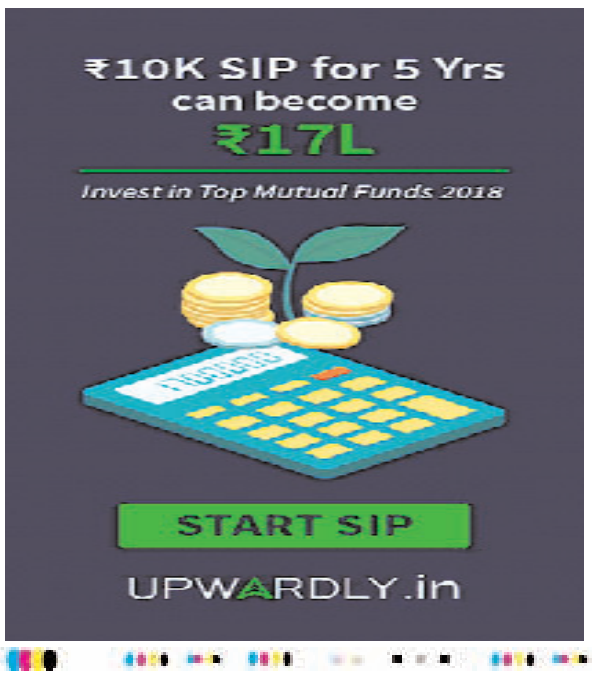

সিআইডির বিরুদ্ধে তদন্তে সিবিআই

কলকাতা (পায়েল সামন্ত) ঃ তোলাবাজির অভিযোগ সিআইডির বিরুদ্ধে। অভিযোগের তদন্তে সিবিআই। অভিযোগ খারিজ করেছে সিআইডি।

পানশালা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১০ কোটি টাকা তোলা চেয়ে হুমকি। গত বছর মুম্বইয়ের ব্যবসায়ী জিতেন্দ্র নভলানির কাছ থেকে তোলা চাওয়ার অভিযোগ ওঠে দুই সিআইডি অফিসার রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। একই অভিযোগ ওঠে বালিগঞ্জ থানার ওসি সুদীপ দাশগুপ্ত ও আর একজনের বিরুদ্ধে। এই মামলার তদন্তভার হাতে নিয়েছে সিবিআই। সিআইডি হলো রাজ্য সরকারের তদন্তকারী সংস্থা এবং সিবিআই হলো কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো।

এর আগে নভলানি সিআইডি এবং পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের ওরলি থানায় অভিযোগ জানান। অভিযোগ, তারা ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ২০ লক্ষ টাকা তোলা আদায় করেছিলেন। এই মামলাটি নিজেদের হাতে নিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই সূত্রে এফআইআর করেছে তারা।

কলকাতা পুলিশ নভলানির সংস্থা বোনানজা ফ্যাশন মার্চেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে একটি মামলায় তদন্ত করছে। সেই সূত্রে গত বছর ব্যবসায়ীর স্ত্রী ভূমিকাকে দুবাই থেকে ফেরার পর মুম্বই বিমানবন্দরে আটকানো হয়। কলকাতা পুলিশের জারি করা লুক আউট নোটিসের ভিত্তিতে। কলকাতা থেকে সিআইডি অফিসার রাজর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় মুম্বই গিয়ে তাকে হেফাজতে নেন। নভলানির দাবি, রাজর্ষির সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি স্ত্রীকে গ্রেপ্তারের হুমকি দেন। এরপরেই ১০ কোটি টাকা ঘুষ দাবি করেন। কলকাতার অন্য একজন সিনিয়র অফিসারও টাকা চেয়েছিলেন বলে অভিযোগ। সিবিআই এফআইআর অনুযায়ী, নভলানি টাকা দিতে সম্মত হওয়ার পর তার স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

কয়েক মাস আগে তদন্ত মুম্বই পুলিশের থেকে সিবিআইয়ের হাতে আসে। বুধবার শুভেন্দু অধিকারী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে বিষয়টি জানিয়েছেন। একইসঙ্গে সংবাদপত্রকে উদ্ধৃত করে বলেন, নভলানি তার অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল এবং অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেলের নামও বলেছিলেন। শুভেন্দু লিখেছেন, কেউ যত উঁচুতে থাকুন না কেন আইন সবার ঊর্ধ্বে।

এই যুক্তিতেই শুভেন্দুকে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন। তার বক্তব্য, বিরোধী দলনেতা আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ঠিকই বলেছেন, আইন সবার উপরে। তিনি এখন সিবিআই বা আদালতের রক্ষাকবচ নিয়ে চলতে পারলেও চিরকাল পারবেন না। আইনের হাতে ধরা পড়তেই হবে।

রামপুরহাট গণহত্যার মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত লালন শেখ সিবিআই হেফাজতে মারা যায়। সেই ঘটনা মনে করিয়ে শান্তনু সেন বলেন, লালনের স্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, সিবিআই অফিসাররা তার কাছে ৫০ লক্ষ টাকা ঘুষ চেয়েছেন। এরও বিচার হওয়া উচিত।

সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্য তৃণমূল ও বিজেপি উভয়কেই আজকের পরিস্থিতির জন্য

দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, দুটি সংস্থায় দক্ষ অফিসাররা রয়েছেন। কিন্তু তাদের কর্তৃপক্ষের কথায় চলতে হয়। এর ফলে সিবিআই ও সিআইডি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে পারে না। এক্ষেত্রে কী হয় সেটাই দেখার।

সিআইডি যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে। এডিজি সিআইডি আর রাজশেখরন বলেছেন, ডিজি ও এডিজির মতো সিনিয়র আধিকারিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন খবর ছড়ানো হয়েছে। শিখিয়ে পরিয়ে ও বানিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে।

রাজ্য পুলিশের সাবেক কর্তা, অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস নজরুল ইসলাম বলেন, অফিসার দুর্নীতিগ্রস্ত হলে টাকা নিতেই পারেন, সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে অভিযোগ নিরপেক্ষ ভাবে তদন্ত করে দেখতে হবে। যদি তদন্তকারী সংস্থা প্রমাণ জোগাড় করতে পারে, তা হলে অভিযোগের সারবত্তা পাওয়া যাবে।

নিয়োগে দুর্নীতি, কয়লা বা গরু পাচার থেকে ভোট পরবর্তী হিংসা, এই রাজ্যের একগুচ্ছ মামলায় কেন্দ্রীয় সংস্থা তদন্ত চালাচ্ছে। এবার খোদ রাজ্যের তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধেই তদন্ত করছে তারা। এক্ষেত্রে সিবিআই ও সিআইডি যুযুধান শিবির হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নজরুল বলেন, আমাদের দুর্ভাগ্য এটাই। এই সংস্থাগুলিকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেয়া হয় না। সিবিআই অফিসারদের একাংশ কেন্দ্রের কথায় চলে। সিআইডি অফিসারদের একটা অংশ রাজ্যের কথা শোনে। এর ফলে যুযুধান পরিস্থিতি তৈরি হয়।

দুর্গোৎসবে পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা তুঙ্গে

কলকাতা ঃ শারদীয় উৎসবে এবারও বিপুল ব্যবসা পশ্চিমবঙ্গে। ব্যবসার মোট অঙ্ক ৬০ হাজার কোটি টাকা হতে পারে বলে অনুমান।

মঙ্গলবার বিজয়া দশমীতে শেষ হল রাজ্যের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। জেলা ও শহর মিলিয়ে হাজার হাজার মণ্ডপে ভিড় জমিয়েছিলেন দর্শনার্থীরা। এই পুজো কেবল ফি বছরের ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এ এক বিরাট কর্মযজ্ঞ।

দুর্গোৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বিপুল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। প্রতিমা, মণ্ডপ নির্মাণ থেকে শুরু করে আলোকসজ্জা সহ পুজোর অন্যান্য ব্যবস্থাপনার প্রতি স্তরে যুক্ত থাকেন বিপুল সংখ্যক মানুষ। এদের কেউ প্রতিমাশিল্পী, কেউ মণ্ডপ নির্মাতা কিংবা আলোক শিল্পী বা ঢাকি। পুজোর আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে অনেকের যোগ থাকে। বহু ক্ষুদ্র পেশাজীবী অপেক্ষা করেন দুর্গোৎসবের জন্য, যেহেতু এই সময় সবচেয়ে ভালো উপার্জন হয়। দুর্গাপুজো ধর্মীয় আয়োজনের গণ্ডি অনেক দিনই পেরিয়ে গিয়েছে। এখন এই পার্বণ এক সর্বজনীন উৎসব। এই উৎসব উপলক্ষে নতুন পোশাকের কেনাবেচা যেমন হয়, তেমনই খাবারের চাহিদায় রেস্তোরাঁ ব্যবসা জমে ওঠে। দলে দলে মানুষ পুজোর ছুটিতে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। এর ফলে হোটেল ও পরিবহন ব্যবসাও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে ব্যবসা থেকে রাজস্ব আদায় বেড়ে যায়। আবগারি ও অন্যান্য খাতে উৎসবের মরসুমে অনেক বেশি টাকার রাজস্ব আদায় করে রাজ্য সরকার।

অতিমারির আগে ব্রিটিশ কাউন্সিল পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুজো নিয়ে সমীক্ষায় দেখিয়েছিল, ২০১৯ সালে ৩২ হাজার ৩৭৭ কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছে উৎসব ঘিরে, যা রাজ্যের জিডিপির প্রায় ২.৬ শতাংশ। অর্থনীতিবিদদের মতে, উৎসবের সময় মানুষের টাকা খরচ করার প্রবণতা বাড়ে। অর্থনীতিতে টাকার এই সঞ্চালনের ফলে ব্যবসাতেও গতি আসে।

করোনার জেরে সার্বিক মন্দা দেখা দিলেও গত বছর থেকে ফের উৎসবের অর্থনীতি রাজ্যের মানুষের অন্যতম অবলম্বন হয়ে উঠেছে। ২০২২ সালে পুজো ঘিরে ৪৫ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এই ব্যবসা এবার ৬০ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি পৌঁছে যাবে।

ফোরাম ফর দুর্গোৎসবের সাধারণ সম্পাদক শাশ্বত বসু এ সম্পর্কে বলেন, নির্দিষ্ট অঙ্ক বলা খুবই মুশকিল। তবে ৬০ হাজার কোটি টাকার উপরে ব্যবসা হয়েছে বলেই আমার ধারণা। এই টাকার একটা বড় অংশ পেয়ে থাকেন শিল্পী ও তার সহযোগী কর্মীরা।

শাশ্বত বলেন, পুজোর যা বাজেট থাকে তার ৭০ শতাংশ টাকা প্রতিমা, মণ্ডপ, আলোকসজ্জা, ঢাকি, পুরোহিতের জন্য খরচ করা হয়। এ সবের সঙ্গে জড়িত কর্মীরাই এই টাকা পান।

সরাসরি পুজো কমিটির মাধ্যমে যারা টাকা পান, তাদের বাইরেও একটা বড় অংশ থাকে, যেগুলি উৎসবের অনুসারী হিসেবে পুজোয় লাভবান হয়। অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকারের মতে, এ ধরনের মরসুমি কেনাবেচা অর্থনীতির পক্ষে মঙ্গলজনক। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশের জন্যই। আমাদের যেটা পুজোতে হয়, সারা দেশে দীপাবলিতে মানুষ কেনাবেচা করে। এ সময় কেনার প্রবণতা বাড়ে। উৎসব ঘিরে খরচের একটা অংশ নিচুতলা পর্যন্ত যায়, যেহেতু মণ্ডপ, প্রতিমা বা আলোকশিল্পীদের বড় অংশই অতি ক্ষুদ্র পুঁজিতে কাজ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে গত ১১ বছরে তৃণমূল শাসনে কোন বড় শিল্প স্থাপিত হয়নি সরকারের ভুল নীতির ফলে, এমনটাই অভিযোগ করে বিরোধীরা। সেই জায়গায় দুর্গোৎসব উল্লেখযোগ্য উপার্জনের সম্ভাবনা নিয়ে আসে। তবে এতে সার্বিক কল্যাণ হয় বলে মনে করেন না চিত্রশিল্পী সমীর আইচ। তিনি বলেন, মহালয়া থেকে কালীপুজো পর্যন্ত প্রায় সব কাজ বন্ধ। এক হাজার শিল্পী টাকা পেলেন, কিন্তু হাজার হাজার অন্য পেশার যে সব মানুষ দিনমজুরিতে পেট চালান, তাদের কী হবে? সব সরকারি দপ্তর দিনের পর দিন বন্ধ থাকে। এতে অর্থনীতি অগ্রসর হয় না। আবার অনেক পুজো কমিটি কাজ করিয়ে শিল্পীদের টাকা দেয় না। পুরো ব্যাপারটা প্রচারকামী রাজনৈতিক কৌশল ছাড়া কিছু নয়।

টুকরো খবর

‘মার খেতে হবে, মানুষকে মার খেতেই হবে’

ঢাকা ঃ অগ্রহায়ণ এলে আমার মন কেমন করে! কমলা রঙের রোদ দেখতে পাই। মনে হয়, ফিরে গেছি শৈশবে, রংপুরে মনে হয়, সেই যে খাকি রঙের প্যান্ট, সাদা শার্ট, স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরে হাতে বইখাতা নিয়ে বিকালবেলা জিলা স্কুল থেকে হেঁটে হেঁটে ফিরছি বাসায় পথে পড়ল জুনিয়র ট্রেনিং কলেজ তার মাঠ, লিচুগাছগুলো পেরিয়ে আরেকটু হেঁটে শ্যামাসুন্দরী খালের দিকে যাচ্ছি চোরকাটা ভরা সরু হাঁটাপথ, ফনিমণসার ঝোপে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে শটিবন, ফিরোজা রঙের পাতাওয়ালা একটা কাঁটাগাছের গুল্মে হলুদ রঙের ফুল, আর সাদা সাদা মধুফুলের গাছ, ফড়িং উড়ছে, প্রজাপতিগুলো পাখা বন্ধ করছে খুলছে, একটা বেজি মাথা উঁচু করে তাকিয়ে আছে শটিবনের ধারে, অলস গরু শুয়ে আছে, তার পিঠে দুটো ফিঙে কি কাদাখোচা পাখি মাঠ জুড়ে শুয়ে আছে রোদ, অনেক কমলা রঙের রোদ বিশাল গাভির মতো শুয়ে আছে রোদ... শ্যামাসুন্দরীর শুকনো খাল পেরিয়ে যাব তারপর পিটিআই। সেটার দোতলায় আমাদের বাসা। মোছা মেঝে ঠান্ডা হয়ে আছে। বড়আম্মা চুল ছেড়ে দিয়েছেন, নারকেল তেল মাখছেন। নারকেল তেলের গন্ধ ঘর জোড়া। কদিন পর নারকেল তেলের শিশিতে তেল জমতে শুরু করবে। বারান্দায় রোদে দিতে হবে সেই তেল। ছোটআম্মা নামাজ পড়তে যাবেন বিছানা থেকে উঠে শাড়ি সামলাচ্ছেন। আব্বা রেডিওতে ভাওয়াইয়া গান শুনবেন বলে নব ঘোরাচ্ছেন।

হাঁটু পর্যন্ত ধুলো। আম্মা বলবেন, হাতমুখ ধো। মাদুরে কিংবা পিঁড়িতে বসে পড়লে সামনে আসে গরম দুধ। হয়তো বা খই। লাল গুড় মেখে খেতে খেতে মনে পড়ে, চালের বস্তায় জঙ্গল থেকে পেড়ে আনা আতা রেখেছি। পাকল কি?

সকালবেলা এই মাঠে হলুদ বিবর্ণ ঘাসে শিশিরবিন্দু সত্যি মুক্তোর মতো ঝকঝক করত। আমাদের নিজেদের হাতে গড়ে তোলা বাগানে ছোট ছোট কপির চারা, প্রতিটা চারার পাশে আবার কলাগাছের বাকলের শেড। সেই ছোট ছোট চারার গায়ে সকালে শিশির জমে আছে। এই শীত শীত সন্ধ্যা, কামিনি ফুলের মাদকতাভলা ঘ্রাণ আকাশে চাঁদ, কার্তিকের চাঁদ ভোরবেলা শিউলিতলায় গিয়ে কোছা ভরে ফুল কুড়িয়ে আনা। শিশিরমাখা ফুলে জামা ভিজে সারা।

রবীন্দ্রনাথের ওই গানটা নিয়ে একবার খুব দুর্ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম। কে রয় ভুলে তোমার মোহন রূপে।

তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে।
জানি না কি মরণ নাচে, নাচে গো ওই চরণমূলে।।
শরৎ আলোর আঁচল টুটে কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেছ এলোচুলে।।

শরতের রূপে কেন রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ না হয়ে তরাসে কেঁপে উঠেছিলেন। পরে এই প্রশ্নের জবাব পেয়েছিলাম গৌতম চৌধুরীর লেখা ‘কে রয় ভুলে তোমার মোহন রূপে’ নামের একটা প্রবন্ধে। ‘১০১ বছর আগে শরৎকালের কিছু আগে হইতেই অবশ্য ইউরোপ জুড়িয়া মরণ নাচিয়া উঠিয়াছিল। জার্মানি ইং ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসের ২ তারিখে রাশিয়া, আর ৩ তারিখে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল।... শুরু হইয়া গেল ১ম বিশ্বযুদ্ধ। শান্তিনিকেতনের মন্দিরে উপাসনা শেষে রবীন্দ্রনাথ তাহার পরদিন বলিলেন, সমস্ত ইউরোপ জুড়ে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে। কত দিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল। কোনো রাজমন্ত্রী কূটকৌশলজাল বিস্তার করে যে সে আগুন নেভাতে পারবে তা নয় মার খেতে হবে, মানুষকে মার খেতেই হবে।’

আর বাংলাদেশের শাসক, ভাগ্যনিয়ন্তা, নীতিনির্ধারকদের বলি, বাংলাদেশের মানুষের বাকস্বাধীনতা, চলাচলের স্বাধীনতা, মানবাধিকার, সমবেত হওয়ার অধিকার, ভোট দিয়ে শাসক বাছাই করার অধিকার প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ দিন। নাগরিকেরাই রাষ্ট্রের মালিক। রাষ্ট্রযন্ত্রের কলকব্জা যেন নাগরিকদের চেয়ে বড় হয়ে না ওঠে।

এবারের শরত হেমন্তও কিন্তু এই রকমের হতাশা নিয়ে এসেছে। ইসরাইল হামাস যুদ্ধে নির্বিচারে হত্যা করা হচ্ছে শিশুদের, নারীদের, বেসামরিক মানুষদের। ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ থামার কোনো লক্ষণ নেই।

জানতে পারলাম, আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তরের ব্যুরো অব পলিটিক্যাল মিলিটারি অ্যাফেয়ার্সের পরিচালক ছিলেন জশ পল। এ বিভাগ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র স্থানান্তরের বিষয়টি দেখভাল করে থাকে। ইসরায়েলে অস্ত্র পাঠানোর বিষয়ে বাইডেন প্রশাসনের অন্ধ নীতির প্রতিবাদে তিনি চাকরি ছাড়েন। ২৩ অক্টোবর তিনি ওয়াশিংটন পোস্টে একটি নিবন্ধ লেখেন, যাতে তিনি কেন চাকরি ছেড়েছেন, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ইসরাইলে পাঠানো আমেরিকার অস্ত্র বেসামরিক মানুষ হত্যায় ব্যবহৃত হচ্ছে, অথচ আমেরিকা তাঁর নিজের অস্ত্র পাঠানোর নীতি নিজে মানছে না।

সম্পাদকীয়

কাতারে চরবৃত্তির অভিযোগে আট ভারতীয়র মৃত্যুদণ্ড

আটজনই সাবেক নৌসেনা। তাদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগ করা হয়েছে। সরব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আট সাবেক নৌসেনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে কাতারের একটি আদালত। কাতারের গোপন খবর তারা ইসরায়েলকে পাচার করত বলে অভিযোগ। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে তারা কাতারের সঙ্গে কথা বলবে। ওই ব্যক্তিদের শাস্তি পরিবর্তনের আবেদনও জানানো হবে। যে আট ভারতীয়কে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তাদের নাম ক্যাপ্টেন নভতেজ সিং গিল, ক্যাপ্টেন সৌরভ বশিষ্ঠ, কম্যান্ডার পুর্ণেন্দু তিওয়ারি, ক্যাপ্টেন বীরেন্দ্র কুমার বর্মা, কম্যান্ডার সুগুনাকার পাকালা, কম্যান্ডার সঞ্জীব গুপ্তা, কম্যান্ডার অমিত নাগপাল এবং সেলর রাগেশ। কাতারের একটি বেসরকারি সংস্থা দাহরা গ্লোবাল টেকনোলজিস অ্যান্ড কনসালটিং সার্ভিসে কাজ করতেন তারা। সামরিক এবং নিরাপত্তা

সংস্থাগুলির প্রশিক্ষণের কাজ করে এই সংস্থাটি। এই আট ব্যক্তি ওই সংস্থায় প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজ করতেন। গত বছর অগাস্ট মাসে খবর পাচার এবং চরবৃত্তির অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। বস্তুত, তাদের গ্রেপ্তারের পরেই কাতারে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে আটজনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। তবে একইসঙ্গে জানানো হয়েছিল, কাতারের বিচার ব্যবস্থায় ভারত হস্তক্ষেপ করবে না। সম্প্রতি কাতারের আদালত ওই ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। তারপরেই ফের সরব হয়েছে ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, ''কাতারের আদালতের রায় শুনে আমরা বিস্মিত। এখনো বিস্তারিত রায়ের কপি আমরা হাতে পাইনি। ওই আট ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। কী কী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'' কাতারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার কথাও বলা হয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে। জানানো হয়েছে, অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে এই বিষয়টিকে দেখা হচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সূত্র জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ঠিক কী কী অভিযোগ আছে, তাও এখনো স্পষ্ট নয়। তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিস্তারিত তথ্য কাতার ভারতকে দেয়নি। ফলে কাতারের কাছে সেই তথ্য চেয়ে পাঠাতে পারে ভারত। এদিকে এই ঘটনার পর ভারতের বিভিন্ন মহলে আলোড়ন উঠেছে। প্রবীণ রাজনীতিক এবং আইনজীবী কপিল সিবল একটি লম্বা বিবৃতি দিয়েছেন। তাতে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করা উচিত। এবিষয়ে বিবৃতি দেওয়া উচিত। কপিলও জানিয়েছেন, ওই আট ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ কী কী তা অস্পষ্ট। বিষয়গুলি দ্রুত জনসমক্ষে আসা উচিত। আর সে জন্যই প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ জরুরি।

মেয়েদের ভাতা, সস্তা গ্যাস, ফ্রি বিদ্যুৎ জেতাবে কংগ্রেসকে?

পাঁচ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোটারদের মন পেতে কংগ্রেস জনমোহিনী প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছে।

মেয়েদের প্রতি মাসে ভাতা, বাসে বিনা পয়সায় ভ্রমণ, কৃষকদের হয় ঋণ মকুব বা বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণে অনুদান, ছাত্রদের ঢালাও সাহায্য, পাঁচশ টাকায় গ্যাস সিলিন্ডার, বিনা পয়সায় একশ ইউনিট বিদ্যুৎ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কংগ্রেস। রাজ্যভেদে মেয়েদের দেয়া টাকার পরিমাণ কম বেশি হয়েছে মাত্র। কর্ণাটকে এভাবেই বিজেপিকে সরিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল কংগ্রেস। পশ্চিমবঙ্গেও এর আগে লক্ষ্মীর

গৌতম হোড়
প্রাবন্ধিক

ভান্ডারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেয়েদের ভোট কুড়াতে পেরেছিলেন মমতা। আর তেলেঙ্গানা ও মধ্যপ্রদেশে, ক্ষমতায় আসার জন্য এবং ছত্তিশগড়, রাজস্থানের মতো জায়গায় ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য কংগ্রেসও এই ঢালাও প্রতিশ্রুতির রাস্তায় হেঁটেছে।

তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস ছয়টি গ্যারান্টির ঘোষণা করেছে। অর্থাৎ, ক্ষমতায় এলে তারা এই সিদ্ধান্তগুলি রূপায়ণ করবে।

প্রথম গ্যারান্টির নাম মহালক্ষ্মী। তাতে বলা হয়েছে, প্রত্যেক নারীকে মাসে আড়াই হাজার টাকা দেয়া হবে। গ্যাসের সিলিন্ডার দেয়া হবে পাঁচশ টাকায়। সরকারি বাসে তারা গোটা রাজ্যে বিনা পয়সায় যাতায়াত করতে পারবেন।

গৃহজ্যোতি গ্যারান্টিতে প্রতি মাসে দুইশ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনা পয়সায় দেয়া হবে। ইন্দিরাআম্মা গ্যারান্টিতে প্রতিটি গৃহহীন পরিবার বাড়ির জন্য জমি ও পাঁচ লাখ টাকা পাবে। আর যারা তেলেঙ্গানা রাজ্যের জন্য লড়েছিলেন, তারা ২৫০ বর্গ গজের জমি পাবেন বাড়ি বানাবার জন্য।

যুবা বিকাশম গ্যারান্টিতে প্রত্যেক যুবক, যুবতী পাঁচ লাখ টাকার কার্ড পাবেন। প্রতিটি মণ্ডলে একটি করে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল হবে। চৌথা গ্যারান্টিতে প্রত্যেক সিনিয়র সিটিজেন মাসে চার হাজার টাকা পেনশন পাবেন। ১০ লাখ টাকার বিমা করানো হবে। মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস আবার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথকে সামনে রেখে নির্বাচনে লড়ছে। সেখানে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি হলো, প্রত্যেক নারীকে মাসে এক হাজার পাঁচশ টাকা করে দেয়া হবে। প্রত্যেকের জন্য ২৫ লাখের স্বাস্থ্যবিমা করা হবে, অনগ্রসরসহ অন্যদের সংখ্যা জানতে জাতিগত সমীক্ষা করা হবে। কমল নাথের প্রতিশ্রুতি, দুই লাখ টাকা পর্যন্ত

কৃষি ঋণ মকুব করা হবে এবং মধ্যপ্রদেশ আইপিএলের একটা টিম পাবে। এছাড়া প্রথম ১০০ ইউনিট বিদ্যুৎ বিনা পয়সায় দেয়া হবে। পরের দুইশ ইউনিট অর্ধেক দামে পাবেন উপভোক্তারা। সরকারি স্কুলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের মাসে পাঁচশ টাকা, নবম দশমের পড়ুয়াদের মাসে এক হাজার টাকা এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের মাসে দেড় হাজার টাকা দেবে সরকার।

কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি, মেয়ের বিয়েতে সরকার এক লাখ টাকা দেবে।

রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের সরকার আছে। রাজস্থানে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি হলো, ক্ষমতায় এলে তারা পাঁচশ টাকায় গ্যাস সিলিন্ডার দেবে এবং পরিবারের নারী প্রধানকে বছরে দশ হাজার টাকা দেবে।

ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি, ক্ষমতায় এলে আগেরবারের মতো কৃষি ঋণ মকুব করা হবে। জাতিগত সমীক্ষা করা হবে। ১৭ লাখ ৫০ হাজার গৃহহীনকে বাড়ি দেয়া হবে। আর চালের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্য বাড়ানো হবে। আদিবাসীদের জন্য তেন্দু পাতার সংগ্রহমূল্য বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছে কংগ্রেস।

কংগ্রেস এবার অনেক আগে থেকে ভোটের প্রচার শুরু করেছে। সোনিয়া, রাহুল ও প্রিয়ংকা, খাড়গেরা প্রচার করছেন। তাছাড়া অন্য রাজ্য থেকে কংগ্রেসের নেতা ও মন্ত্রীদের এই চার রাজ্যে বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে তারা বিশেষ দায়িত্বে থাকবেন।

প্রতিশ্রুতিতে ফল হবে?

এই প্রতিশ্রুতি পালন করতে গেলে বিশাল আর্থিক দায় নিতে হয়। এমনিতে রাজ্যগুলির আর্থিক অবস্থা যে খুব ভালো এমন নয়। তা সত্ত্বেও ভারতে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে এই ধরনের ঢালাও জনমোহিনী প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। কেন্দ্রে বিজেপি যেমন কৃষকদের সারা বছর ধরে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে যায়। গরিব ও নিম্ন মধ্যবিত্তদের জন্য বিমা করানো হয়েছে। তেমনই প্রতিটি দলই বিধানসভা নির্বাচনের আগে ঢালাও প্রতিশ্রুতি দেয়।

প্রবীণ সাংবাদিক শরদ গুপ্তা ডিডাব্লিউকে জানিয়েছেন, ''এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তখনই ক্ষমতায় আসা যায়, যখন ওই দলের নেতাদের একটা বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে, দলের মজবুত সংগঠন থাকে। কংগ্রেস উত্তরপ্রদেশে যত প্রতিশ্রুতিই দিক না কেন, তারা এখন ক্ষমতায় আসতে পারবে না। কিন্তু মধ্যপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় তারা প্রধান বিরোধী দল। দুই রাজ্যে দলের শক্তিশালী রাজ্য নেতারা আছেন। দুই রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ আছে। ফলে সেখানে এই প্রতিশ্রুতিতে কাজ হতেই পারে।''

তবে শরদ বলেছেন, ''কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের দলও এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দেয় ও অতীতেও দিয়েছে। রূপায়ণও করেছে। ফলে সেখানে শুধু প্রতিশ্রুতি দিয়ে জেতা যাবে না। সেখানে দেখতে হবে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগাতে পারছে কিনা।''

কিন্তু সংবাদিক জয়ন্ত ভট্টাচার্যের মতে, ''দিল্লির অভিজ্ঞতা বলছে, প্রতিশ্রুতিতে বেশ ভালো কাজ হয়। দিল্লিতে 'পানি মাফ, বিজলি হাফ'-এর প্রভাব রীতিমতো পড়েছিল। মেয়েদের বাসে বিনা পয়সায় যাতায়াতের প্রভাবও গরিবদের উপর প্রবলভাবে পড়েছে। এই প্রতিশ্রুতি খারাপ না ভালো, এর আর্থিক দায় কোথায় গিয়ে ঠেকবে, এ সব প্রশ্নের মধ্যে না গিয়ে বলা যায়, এর প্রভাব পড়ে।''

জয়ন্ত মনে করেন, ''যারা কোনো দলের কট্টর সমর্থক নন, যে কোনোদিকেই ভোট দিতে পারেন, তাদের উপর এই ধরনের প্রতিশ্রুতির প্রভাব পড়ে। আর গরিবরা দেখে তাদের মাসে কতটা সাশ্রয় হচ্ছে। তারাও তখন এই প্রতিশ্রুতি বিচার করে ভোট দেয়।''

এবিপিসি ভোটার্স-এর সমীক্ষা বলছে, ১১৯ সদস্যের বিধানসভায় তেলেঙ্গানায় কংগ্রেস ৪৮ থেকে ৬০, বিআরএস ৪৩ থেকে ৫৫, বিজেপি এবং অন্যরা পাঁচ থেকে ১১ আসন পেতে পারে। মধ্যপ্রদেশের ক্ষেত্রে তারা বলছে, কংগ্রেস ১১৩ থেকে ১২৬টা এবং বিজেপি ১০৪ থেকে ১১৬টা আসন পেতে পারে। ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস ৪৫ থেকে ৫১টি এবং বিজেপি ৩৯ থেকে ৪৫টি আসন পেতে পারে। রাজস্থানের ক্ষেত্রে বিজেপি পেতে পারে ১২৭ থেকে ১৩৭টি আসন। আর কংগ্রেস ৫৯ থেকে ৬৯টি আসন।

অক্টোবর ১৯৭১ ঃ স্বাধীন রাষ্ট্র স্বীকৃতির দাবি, চাপে পাকিস্তান

২৬ মার্চ ২০২১ থেকে ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করেছে বাংলাদেশ। ঠিক এক বছর পর থেকে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে ফিরে তাকানো শুরু করে ডয়চে ভেলে বাংলা। আজ থাকছে অক্টোবর ১৯৭১-এর কিছু ঘটনার কথা...

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ও পাকিস্তানি সেনাদের গণহত্যার বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত ক্রমেই জোরালো হতে থাকে।পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরে বাড়তে থাকে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের তীব্রতা, যা যুদ্ধকালীন সময়ে মুজিবনগর সরকারের দক্ষতাকেই স্পষ্ট করে।

অক্টোবরের প্রথম তারিখে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি উত্থাপিত হয়।নিউইয়র্কের চার্চ সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রথম এ দাবিটি তোলেন মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত ও বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা আবু সাঈদ চৌধুরী।স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃশর্ত মুক্তি এবং বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি সেনাদের অপসারণের দাবিও তোলেন তিনি। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের রাজনৈতিক বিতর্কে প্রায় ১০০ দেশের প্রতিনিধি বাংলাদেশ ইস্যুতে বক্তব্য দেয়। তাদের মধ্যে ৫০টি দেশই বাংলাদেশ বিষয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। তারা বাংলাদেশ সমস্যার দ্রুত রাজনৈতিক সমাধান এবং শৃঙ্খলা ফেরানোর কথাও তুলে ধরে।

ভ্যাটিকানের পোপ জন পলের আহ্বানে অক্টোবরেই রোমের বিভিন্ন গির্জায় বাংলাদেশের জন্য বিশেষ প্রার্থনা সভার আয়োজনের পাশাপাশি উপবাস পালন করা হয়। প্রার্থনাসভায় বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য সংগ্রহ করা হয় অর্থসহযোগিতাও।

১০ অক্টোবর পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর একমাত্র ছেলে রাশেদ সোহরাওয়ার্দী লন্ডনে এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এর সাফল্য কামনা করেন।দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বলেন, ''বিগত ২৪ বছর ধরে বাঙালিরা অর্থনৈতিকভাবে নিগৃহীত ও রাজনৈতিকভাবে অবদমিত হয়ে আসছে।এখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরিচালিত গণহত্যা এবং অন্যান্য ঘৃণ্য অনাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছে।এই সংগ্রাম জয়যুক্ত হবেই।'' সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা 'প্রাভদা'১০ অক্টোবর বাংলাদেশের ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান নেয়। এক প্রতিবেদনে পত্রিকাটিতে বলা হয়, ''পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ব্যাপক ও নৃশংস গণহত্যার দায় এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল হিসেবে পাকিস্তানের প্রশাসন শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার নিয়ে তামাশা করছে।সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পরিবর্তে পাকিস্তান সরকার অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করছে।'' প্রাভদায় আরো লেখা হয়, ''ন্যায়বিচার লঙ্ঘিত হওয়ায় সোভিয়েত জনগণ বিক্ষুব্ধভাবে এর প্রতিবাদ করছে। তারা শেখ মুজিবুর রহমানের অবিলম্বে মুক্তি, পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান এবং শরণার্থীদের নিরাপদে দেশে প্রত্যাবর্তনেরও দাবি করছে।'' (তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ত্রয়োদশ খণ্ড)

এসব ঘটনা পাকিস্তান সরকারকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে এক ধরনের চাপ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল বলে মনে করেন মুক্তিযুদ্ধ গবেষকগণ।

এদিকে অক্টোবরের ১৩ তারিখে দেশের অভ্যন্তরে গেরিলাদের এক অপারেশন চিন্তায় ফেলে দেয় পাকিস্তানি সামরিক সরকারকে। পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর আবদুল মোনেম খান ওরফে মোনায়েম খান ছিলেন পাকিস্তানি সামরিক শাসক আইয়ুব খানের ঘনিষ্ঠ সহায়তাকারী। তাই বাঙালিদের কাছে তিনি ছিলেন ঘৃণ্য একজন। ঢাকার বানানীতে কঠোর নিরাপত্তার আবরণ ভেদ করে বাড়িতে ঢুকে মোনায়েম খানকে হত্যা করেন ঢাকার গেরিলা বীরপ্রতীক আনোয়ার ও বীরপ্রতীক মোজাম্মেল হক।দুই নম্বর সেক্টরের অধীনে তারা ছিলেন ক্যান্টনমেন্ট বিশেষ গেরিলা গ্রুপের সদস্য। ওই অপারেশনে সহযোগিতা করেছিলেন শাহজাহান ও মোখলেস। তারা দুইজনই কাজ করতেন মোনায়েম খানের বাসায়। এই দুর্ধর্ষ অপারেশন সম্পর্কে বীরপ্রতীক আনোয়ার হোসেন বলেন, মোনায়েম খানের বাড়ির পুরো নকশা তৈরি করি শাহজাহান ও মোখলেসের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। বাড়িটির চারদিকে দেয়াল, ওপরে কাঁটাতারের বেড়াও ছিল। পাকিস্তানি সেনা ও পুলিশ ছিল সার্বক্ষণিক পাহারায়। বাড়ির একটা দেয়ালের মাঝখানটা ভাঙা। তা দিয়ে অনায়াসে একজন ঢুকতে পারবে। সে সুযোগটিই কাজে লাগাই আমরা। মোনায়েম খানের বাড়িটি ছিল বনানী কবরস্থান সংলগ্ন। তখন খুব বেশি কবর ছিল না। খুব জংলা ছিল। আমরা জড়ো হবো সেখানেই।আরেক সহযোদ্ধা নুরুল আমিনও থাকবে। মোজাম্মেল তার মতো করে পৌঁছে যাবে। ছোলমাইদে আমাদের অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে স্টেনগান নিয়ে আসি ফোল্ড করে, চটের ব্যাগে। গ্রেনেড ও পিফোর বোমাও নিই। তারিখটা ১৩ অক্টোবর। সন্ধ্যার পর রওনা হই। অপারেশন হয় আনুমানিক রাত সাড়ে ৮টায়। ব্যাগ নিয়ে রিকশায় বনানী ব্রিজ পার হয়ে পৌছি বনানী কবরস্থানে। মোজাম্মেল ও নুরুল আমিন অপেক্ষায় ছিল।

স্টেনগানটা নিই আমি আর মোজাম্মেলকে দিই হ্যান্ড গ্রেনেডটা।ফায়ার করার পরেও যদি কোনো সমস্যা হয়, তাহলে গ্রেনেড ছোঁড়া হবে।এমনটাই ছিল পরিকল্পনা। কবরস্থানের দেয়ালঘেঁষা মোনায়েম খানের বাড়ির দেয়ালের ভাঙা অংশ দিয়ে ভেতরে ঢুকি আমরা। অতঃপর কলাগাছের বাগানে অপেক্ষায় থাকি। শাহজাহান এসে বলে, 'আপনারা এখানেই বসেন। সাহেব এখনো ওপর থেকে নামেন নাই।' ১০ মিনিট পরেই সে ফিরে এসে বলে, 'সাহেব নামছে।' মোনায়েম খানের পজিশনটা জানতে চাইলাম। সে বলে, 'পশ্চিম দিকে মুখ করা তিনজন লোকের মাঝখানেই সাহেব বসা।' স্টেনগান নিয়ে নীচতলায় ড্রইংরুমের দরজা ঠেলে ঢুকে যাই। মাত্র ১৫ ফিট সামনে তারা। মাঝের ব্যক্তিকে টার্গেট করেই গুলি করি।সঙ্গে সঙ্গে মোনায়েম খান উপুর হয়ে পড়ে যান, একটা চিৎকারও দেন।এইটুকু এখনো স্মৃতিতে আছে। পেছনে ব্যাক করতেই মোজাম্মেল সঙ্গে সঙ্গে গ্রেনেড চার্জ করে।কিন্তু তার গ্রেনেডটা কোনো কারণে বার্স্ট হয়নি।পরে শুনেছি মোনায়েম খানের সঙ্গে (দুই পাশে) ছিল প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী আমজাদ হোসেন আর মেয়েজামাই জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল। মোনায়েম খান মারা গেছেন এটা জানি পরদিন, রেডিওর সংবাদে। আশপাশের লোকেরা আলাপ করছিল, 'মোনায়েম খানরে মুক্তিযোদ্ধারা মাইরা ফেলছে।' সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে খবরটি। মোনায়েম খানের হত্যার খবরে তৎকালীন মুসলিম লীগ ও জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ এবং ডা. এ এম মালিকের মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের মনোবাল ভেঙে পড়ে।

সাময়িকী

গভীর রাতে গ্রেপ্তার মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক

২০ ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদের পর ইডির হাতে গ্রেপ্তার হলেন পশ্চিমবঙ্গের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

সৌম্য রায়
কলামিস্ট

বৃহস্পতিবার দিনভর তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। সঙ্গে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চলেছে। গভীর রাতে তাকে বাড়ি থেকে সিজিও কমপ্লেক্সে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যায় ইডি। পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়। বাড়ি থেকে বেরনোর সময় বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক জানিয়েছেন, তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার।

রেশন বন্টন মামলায় ইডি গ্রেপ্তার করেছে জ্যোতিপ্রিয়কে। এখন বনমন্ত্রী হলেও দীর্ঘদিন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি। ইডি জানিয়েছে, মন্ত্রীর বাড়ি থেকে রেশন বন্টন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি মিলেছে। তারই ভিত্তিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ইডি জানিয়েছে, এর আগে রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল রাকিবুর রহমান নামে জনৈক ব্যক্তিকে। তাকে জেরা করেই এই মামলায় নাম উঠে আসে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের। সেই সূত্রেই বৃহস্পতিবার ভোরে মন্ত্রীর সল্টলেকের তিনটি বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করে ইডি। প্রায় ২০ ঘণ্টা ধরে তল্লাশি অভিযান এবং জেরার করার পর রাত তিনটে নাগাদ জ্যোতিপ্রিয়কে নিয়ে যাওয়া হয় ইডি দপ্তরে।

শুধু জ্যোতিপ্রিয় নয়, এদিন একই সঙ্গে মন্ত্রীর আপ্ত সহায়ক অমিত দের বাড়িতেও তল্লাশি অভিযানে যায় ইডি। তার একাধিক বাড়িতে রেড করা হয়। তবে দিনের বেলা অমিত বাড়ি ছিলেন না। বিকেলে ফেরেন। বিকেলের পরেই তার বাড়িতে তল্লাশি শুরু হয়। এদিকে বৃহস্পতিবার দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। জ্যোতিপ্রিয়ের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেন তিনি। বলেন, ''জ্যোতিপ্রিয় সুগারের রোগী। ওর যদি কিছু হয়, তাহলে ইডি এবং বিজেপির বিরুদ্ধে এফআইআর করব।'' মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, তল্লাশির নামে বাড়িতে ঢুকে ইডি চিনি, ঘিয়ের শিশি উল্টে দেয়। নারীদের শাড়ি, জামা কাপড়ের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। দৃশ্যত জ্যোতিপ্রিয়ের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান নিয়ে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে বিজেপি নেতা সৌরভ শিকদার বলেছেন, ''জ্যোতিপ্রিয় যে রেশন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আমরা অভিযোগ করেছি। এতদিনে তাকে গ্রেপ্তার করা হলো। উনি তো ত্রাণের জিনিসও চুরি করেছেন। তখন কোথায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী?'' শুক্রবার কলকাতাসহ জেলায় জেলায়কার্নিভাল। এই দিন সমস্ত বড় দুর্গাপুজোর প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। কলকাতার কার্নিভালে উপস্থিত থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে জ্যোতিপ্রিয়ের গ্রেপ্তার নিয়ে মমতা কিছু বলতে পারেন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। অন্যদিকে, এদিন সকালে ইডির তল্লাশি শুরু হওয়ার পর জ্যোতিপ্রিয়ের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেছিলেন তৃণমূলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতা। কিন্তু ইডি তাদের কাউকেই বাড়ির ভিতর ঢুকতে দেয়নি। রাতের দিকে বাড়ির সামনের ভিড় সরাতে ব্যারিকেডও লাগিয়ে দেওয়া হয়।

জানা অজানা

মাতাজী আশ্রমে নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির আয়োজিত

পরম পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ শাস্ত্রীর শুভ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ব্রহ্মানন্দ সেবা সদন ও পূর্ণিমা নেত্রালয় জামশেদপুরের যৌথ উদ্যোগে বিগত ২৫ শে অক্টোবর হাতার মাতাজী আশ্রমে একটি মেগা স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হলো।শিবির টির ধুপ ও দীপ জ্বেলে শুভ উদ্বোধন করলেন ব্রহ্মানন্দ হাসপাতালের ম্যানেজিং ট্রাস্টি শ্রী মনোবিন্দু ভট্টাচার্য্য।এই উপলক্ষে মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন সংসদ বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো,বিশিষ্ট অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পটকার বিধায়ক সঞ্জীব সরদার,জুড়ির মুখিয়া সুখলাল সরদার,সমাজসেবী মনোজ কুমার সরদার প্রমুখ।মুখ্য অতিথি বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো বললেন,,সেবাই পরম ধর্ম।ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণিমা নেত্রালয় সমাজের ভালো কাজ করছেন।তাদের কে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই।বিশিষ্ট অতিথি সঞ্জীব সরদার বললেন,,ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণিমা নেত্রালয় কেবল শহরেই সীমাবদ্ধ নয় গ্রামেও কাজ করছেন।এই জন্য উনাদের কে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ। সুদূর গ্রামে ক্যাম্প লাগালে গরীব মানুষ আরো উপকৃত হবে।শিবিরে প্রায় ২৪৫ জনের নিশুল্ক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হলো যেখানে ব্লাড সুগার,ব্লাড প্রেসার,ওজন ,কিডনি ও চোখ মুখ্য রূপে ছিলো।শিবিরে সিনিয়ার ডাক্তার এম,এল,আলী,হৃদ রোগ বিশেষজ্ঞ মুকেশ কুমার,সিনিয়ার অর্থ সার্জেন ডাক্তার বরুন চন্দ্র,যুরোলজিস্ট ডাক্তার অজয় আগরবাল, নেফ্রোলজিস্ট ডাক্তার সুজিত কুমার,স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পুনম কুমারী রোগীদের পরীক্ষা করলেন।শিবিরে ফ্রি ওষুধ ও দেওয়া হলো।শিবিরে নির্বাচিত ১০০ জন রোগীর নিশুল্ক মতিয়াবিন্দ অপারেশন করা হবে।এ ছাড়াও ১০ জন হৃদয় রোগীর এনজিওগ্রাফি ও একজন রোগীর নিশুল্ক ইনজিওপ্লাস্টিক করা হবে।সবশেষে মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে নিশুলক শিবির আয়োজন করার জন্য ব্রহ্মানন্দ ও পূর্ণিমা নেত্রালয় কে সুনীল কুমার দে ধন্যবাদ জানালেন।এই উপলক্ষে ব্রহ্মানন্দের ভক্ত ও শিষ্য ছাড়াও মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে কমল কান্তি ঘোষ,মোহিতোষ মণ্ডল,সুদীপ মুখার্জি,হীরালাল দে,দুলাল মুখার্জি, বিস্বামিত্র খন্দায়েত,বিমল মণ্ডল, অজিত সরদার,মনি পাল,লোচনা মণ্ডল, সুজতা মরল,বন্দনা মণ্ডল, অঞ্জলি মণ্ডল,অসীম মণ্ডল,তড়িৎ মণ্ডল, উমা খন্দায়েত,মহেশ বিয়ানী ,সহদেব মণ্ডল,সঞ্জীব সাহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকের চিঠি

গাজায় বিপর্যস্ত শিশু মনস্তত্ত্ব

মৃত্যুমিছিল শারীরিক আঘাত- মানসিক আঘাত এই তিনটে নির্মম সত্যি নিয়ে গাজার শিশুরা বিগত তিনসপ্তাহ যাবৎ দুর্বিষহ এক সমান্তরাল জীবন যাপন করে আসছে। প্যালেস্টাইন স্বাস্থ্য দপ্তরের তথ্যানুসারে প্রতিদিন গড়ে ১১০ জন করে শিশু গাজা ভুখন্ডে অকাল মৃত্যুর পথে যাত্রা করছে। প্রত্যহ আত্মীয় পরিজন, প্রতিবেশীর নির্মম হত্যা, বন্ধুর নিথর দেহের ভয়াবহ বাস্তবতা গাজার শিশুদের শরীরে বয়ে আনছে পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার এর (পিটিএসডি) নানান উপসর্গ যেমন খিঁচুনি, বিছানা ভেজানো, অনিয়ন্ত্রিত রাগ, ভয় এবং কোনো অবস্থাতেই মা বাবা কে ছেড়ে না যাওয়ার প্রবণতা। শিশুদের দুরবস্থার এই চিত্র কাঁটাতারের দুই দিকেই কমবেশি একরকম। ইজরায়েলি পেডিয়াট্রিক এসোসিয়েশন এর প্রধান জাচি গ্রসম্যন জানিয়েছেন যে গত কয়েক সপ্তাহে ইজরায়েলের হাসপাতাল গুলিতে মানসিক সমস্যা নিয়ে চিকিৎসা করতে আসা শিশুদের সংখ্যা সুনামির মতো আছড়ে পড়ছে। হাসপাতালে ভর্তি থাকা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আসা শিশুদের নব্বই শতাংশই কম করে পিটিএসডির যেকোন একটি বা একাধিক উপসর্গে আক্রান্ত! ভয়াবহতার একটি অন্যতম চিত্র হলো ২০০৮-২০২৩ - এই সময়কালে জীবিত আছে এমন যেকোন গাজানিবাসি কিশোর কিশোরী তাদের জীবনে কম করে পাঁচ বার প্রবল বোমাবর্ষনের সম্মুখীন হয়েছে। এই সময়কালে অনেক শিশু, কিশোর তাদের আত্মীয়স্বজন হারিয়েছে, পাল্লা দিয়ে বেড়েছে মানসিক যন্ত্রনা। সাতদশক ধরে চলা সহিংস ভূরাজনীতির জাঁতাকলে পড়ে তাৎক্ষণিক আবেগের বশে অনেকেই বেছে নিয়েছে চরমপন্থার রাস্তা। ২০১২ সালে পিলার অফ ডিফেন্স অপারেশন সম্পন্ন হওয়ার পরে ইউনাইটেড নেশনসের করা সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী গাজা ভুখন্ডে বসবাসকারী শিশুদের মধ্যে ৮২ শতাংশই প্রবল ভাবে মৃত্যু ভয়ে ভীত। তারা মনে করে যেকোন সময় আকাশ থেকে রকেট, মিশাইল অথবা রাস্তায় সামরিক সংঘর্ষের শিকার হয়ে তারা প্রাণ হারাবে। পাশাপাশি ২০০৮-০৯ এ তিন সপ্তাহ ধরে চলা অপারেশন কাস্ট লিড পরবর্তী সময়ে ইউনিসেফের করা সমীক্ষা অনুযায়ী গাজায় বসবাসকারী ৯১ শতাংশ শিশু অনিদ্রায় আক্রান্ত, এবং ৮৫ শতাংশ শিশু ক্ষুদামান্দ্যের শিকার,। গাজা কমিউনিটি মেঃটাল হেল্থ প্রগ্রামের রিপোর্ট অনুযায়ী গাজার শিশুরা বিশ্বের মধ্যে অন্যতম অসুরক্ষিত অবস্থায় জীবনযাপন করছে। ফলতঃ পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মানসিক অসুস্থতা, অপরাধপ্রবণতা এবং গনতান্ত্রিক সমাধানের অনুপস্থিতিতে চরমপন্থার প্রতি ক্রমবর্ধমান প্রশ্নহীন আনুগত্য। গাজা ভুখন্ডের মোট ২৩ লাখ জনতার অর্ধেকই হলো শিশু যারা দিনের পর দিন মানবাধিকারের ন্যূনতম সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মাথায় ওপর নিশ্চয়তার ছাদ প্রায় নেই বললেই চলে। ইউনাইটেড নেশনস্ পরিচালিত সামান্য কয়েকটি স্কুলে হাজার হাজার শিশু অমানবিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। বিগত পনেরো বছর ধরে চলা এই অবরোধ এবং সাতদশকের সংঘাতের ইতি না হলে একের পর এক প্রজন্ম এইভাবে বিশ্বের অন্যতম মুক্ত কারাগারে বন্দি থেকে শিশুর মানবাধীকারের অপমৃত্যুর ইতিহাস রক্তাক্ষরে লিখে যাবে।

অর্ক গোস্বামী, আসানসোল

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

সর্বভারতীয় বিরোধী শিবির ইন্ডিয়ার আদলে এবার রাজ্যের বিরোধী ঐক্য মঞ্চের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে একজন করে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত, নভেম্বরে পরবর্তী বৈঠক

কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম এর খসড়া প্রস্তুতের দায়িত্ব রিপুন বরাকে, বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিটের খসড়া প্রস্তুতের দায়িত্ব অজিত কুমার ভূঁইয়া রকিবুল হোসেনকে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী অবশেষে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বহু প্রত্যাশিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোকে তোয়াক্কা না করে রাজ্যের ১৪ টি আসনের জন্য ইতিমধ্যে ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস। তবে এর পরেও সেই কংগ্রেসের নেতৃত্বেই অনুষ্ঠিত বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বৈঠকে উপস্থিত মোট ১৩ টি রাজনৈতিক দল বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সর্বভারতীয় বিরোধী শিবির ইন্ডিয়ার আদলে এবার রাজ্যের বিরোধী ঐক্য মঞ্চের তরফে প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে একজন করে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বিরোধী ঐক্য মঞ্চের জন্য কমন মিনিমাম প্রোগ্রামের খসড়া প্রস্তুত করার জন্য অসম তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। একইভাবে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিটের খসড়া প্রস্তুত করার জন্য রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া এবং প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রী তথা বিধায়ক রকিবুল হোসেনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় বিরুদ্ধে ঐক্য মঞ্চের পরবর্তী বৈঠকে এই খসড়া দুটি দাখিল করতে বলা হয়েছে।

আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শাসক বিরোধী উভয়পক্ষ নিজেদের প্রস্তুতি চূড়ান্ত রূপ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শাসক পক্ষের প্রস্তুতির বিপরীতে বিরোধী পক্ষের বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন করলেও আচমকা কংগ্রেস রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করে দেওয়ার পর এই বিষয়টি নিয়ে বিরোধী পক্ষের মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা রাজ্যের ১৪ টি আসনেই কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে ঘোষণার পর বিষয়টি অধিক জটিল হয়ে পড়ে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রবল উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। তবে যাবতীয় জল্পনাকল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বহু প্রত্যাশিত বৈঠক বৃহস্পতিবার মহানগরের হোটেল লিলিতে দুপুর ২ টা থেকে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বৈঠকের শুরুতে বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের নানা ধরনের মন্তব্য বৈঠকের সফলতা নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। একদিকে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রেই দলীয় প্রার্থী প্রক্ষেপ করার কথা বলেছেন। অন্যদিকে বৈঠকে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে মহানগরের হোটেল লিলিতে উপস্থিত হয়ে অসম তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরা বরাক উপত্যকা থেকে একটি সহ মোট পাঁচটি আসনের দাবি জানান। একইভাবে আম আদমি পার্টির অসম রাজ্য কমিটির নেতারা এসে মোট পাঁচটি আসনের দাবিতে মুখর হয়ে ওঠেন। সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বরপেটা লোকসভা কেন্দ্রের প্রতি তার দলের দাবি দীর্ঘদিনের। তাছাড়া রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া তার দলের তরফে এক দুইটি আসনের দাবিতে সরব হয়ে ওঠেন। তবে এর আগেই রাইজর দলের সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ যোরহাট কেন্দ্র এবং অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ ডিব্রুগড় লোকসভা কেন্দ্রের জন্য ইতিমধ্যে দাবি পেশ করেছেন।

তবে এরই মধ্যে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা বিরুদ্ধে ঐক্য মঞ্চের রাজনৈতিক দল গুলোর জন্য প্রার্থী কেন্দ্রিক এক ভিন্ন ফর্মুলা তুলে ধরেন। তার কথায় ওয়েট লিফটিং খেলাতে অংশগ্রহণ করা প্রতিজন প্রতিযোগী যেভাবে প্রথমে নিজের ওজন যাচাই করে নেন ঠিক সেইভাবে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের ক্ষমতা ওজন যাচাই করে নিতে হবে। সেই হিসেবেই রাজ্যের লোকসভা কেন্দ্র গুলো বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ভাগাভাগি করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কিন্তু বৈঠকের পর সেখানে আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রার্থীত্ব সংক্রান্তে কোনো তথ্য দেননি কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন বিরোধী ঐক্যমঞ্চের এই ধরনের পরবর্তী বৈঠকে নানা ধরনের রণকৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। সেই আলোচনায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রার্থীত্ব সংক্রান্তে বিস্তারিত ভাবে মত বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা বলেন বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আসন ভাগাভাগি সংক্রান্তে পরবর্তীকালে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রস্তাব থাকলেও বর্তমান কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিরোধী ঐক্য মঞ্চের রাজনৈতিক দল গুলোর জন্য একটি কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত এদিনের বৈঠকে নেওয়া হয়েছে। সেই হিসাবে এই কমন মিনিমাম প্রোগ্রামের খসড়া প্রস্তুত করার জন্য অসম তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী নভেম্বর অনুষ্ঠানেও বিরোধী ঐক্য মঞ্চের পরবর্তী বৈঠকে তিনি এই খসড়া দাখিল করবেন বলে জানালেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন বিজেপি সরকার বহু ধরনের প্রতিশ্রুতি দিলেও সেগুলো পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে এবার বিরোধী ঐক্য মঞ্চ একটি চার্জশিট প্রস্তুত করতে চলেছে। এক্ষেত্রে রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া এবং কংগ্রেসের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হোসেনকে এর ঘোষণার প্রস্তুত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগন্তুক নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে এই খসড়াও দাখিল করা হবে বলে উল্লেখ করেন কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা।

সাংবাদিক সম্মেলনে পাশে বসে থাকা অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ বলেন সর্বভারতীয় বিরোধী শিবির ইন্ডিয়ার আদলে এবার রাজ্যের বিরোধী ঐক্য মঞ্চের তরফে প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে একজন করে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত এদিনের বৈঠকে নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে বিরোধীপক্ষ বিজেপির অপশাসন নৈরাজ্যবাদ সাম্প্রদায়িক গণতন্ত্র ধ্বংসকারী শাসনব্যবস্থা উৎখাত করতে এগোচ্ছে। পরবর্তীকালে রাজ্যের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্র ভিত্তিক বিরোধী ঐক্য মঞ্চের একটি করে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে তিনি জানান। অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ বলেন বিরোধী ঐক্য মঞ্চ লোকসভা নির্বাচনের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য নীতি গ্রহণ করেছে। সেটা হলো দলের ঊর্ধ্বে ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে দেশ এবং রাজ্যকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য নিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। এক্ষেত্রে এটা করার জন্য যদি বিরোধী ঐক্য মঞ্চের কোন রাজনৈতিক দলকে বলিদান করতে হয় তাহলেও সেই দলটি সেটা করবে বলে ঘোষণা করেন তিনি। বিজেপিকে শাসন ক্ষমতা থেকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ঐক্যতার সঙ্গে লড়াই করবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

লুরিনজ্যোতি গগৈর এই মন্তব্যের পর সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত সিপিআইএমের বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার জোর গলায় এই বিষয়টির সমর্থন করেন। তিনি বলেন বিরোধী ঐক্যমঞ্চ থাকা প্রতিটি রাজনৈতিক দল এক্ষেত্রে বলিদান করতে প্রস্তুত। অন্যদিকে কংগ্রেস বিধায়ক রকিবুল হোসেন বলেন বিজেপি কোথায় কোথায় প্রার্থী দিচ্ছে সেটা মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করার সৎ সাহস নেই সাংবাদিকদের। কারণ শাসক পক্ষে থাকা অসম গণ পরিষদ ইতিমধ্যে পাঁচটি আসন দাবি করেছে। তাছাড়া ইউপিপিএল দলটি তিনটি আসন দাবি করেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। তবে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ঐক্যতার সঙ্গে লড়াই করার ঘোষণা কার্যত সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ বৈঠকের পরেই রাইজর দলের সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে তার দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। তবে রাইজর দল বিরোধী ঐক্য মঞ্চের মধ্যে থেকে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। কিন্তু নিজেরা প্রার্থী দেবে না বলে ঘোষণা করেন বিধায়ক অখিল গগৈ।

সরকারি ব্যবস্থায় বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছেন বিরোধী পক্ষের বিধায়করা অভিযোগ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা

সরকারি কার্যসূচিতে যদি বিরোধীপক্ষ না আসে তাহলে সরকারি কাজকর্মেও তাদের অংশগ্রহণ না করার আহ্বান, কাজের জন্য মন্ত্রীদের কাছে সুপারিশ না করার অনুরোধ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের অমৃত কলস যাত্রা কার্যসূচিকে কেন্দ্র করে আজও বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। এই সংক্রান্তে কেন্দ্রীয়ভাবে মহানগরের আযোজিত অনুষ্ঠানে বিরোধী পক্ষের বিধায়করা অংশগ্রহণ না করার ফলে রেগে অগ্নি শর্মা হয়ে যান মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তিনি বলেন গত এক মাস থেকে বিরোধীপক্ষের বিধায়করা কোনো ধরনের সরকারি কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন না। একপ্রকার সরকারি ব্যবস্থার প্রতি বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছেন বিরোধী পক্ষের বিধায়করা। ফলে এবার বিরোধী পক্ষের প্রতি স্পষ্ট বার্তা দিলেন তিনি। সরকারি কার্যসূচিতে যদি বিরোধীপক্ষ না আসে তাহলে সরকারি কাজকর্মেও তাদের অংশগ্রহণ না করার আহ্বান জানিয়েছেন মন্ত্রী। একইভাবে কাজের জন্য মন্ত্রীদের কাছে সুপারিশ না করার জন্য বিরোধীপক্ষের বিধায়কদের তিনি অনুরোধও জানান। রাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটারিয়ার উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের প্রেক্ষাগৃহে অমৃত কলস যাত্রা কার্যসূচি কেন্দ্রীয়ভাবে আযোজন করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত শুক্রবার ভোর পাঁচটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্বয়ং গুয়াহাটি রেল স্টেশনে উপস্থিত হয়ে অমৃত কলস ট্রেনের মাধ্যমে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেবেন। শংকরদেব কলাক্ষেত্রের প্রেক্ষাগৃহে আযোজিত অমৃত কলস যাত্রা কার্যসূচিতে রাজ্যের প্রায় প্রতিজন মন্ত্রী শাসক পক্ষের প্রতিজন বিধায়ক অংশগ্রহণ করেন। তবে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য বিরোধী পক্ষের প্রত্যেক বিধায়ককে সরকারের তরফে আলাদা আলাদা ভাবে চিঠি লিখে আমন্ত্রণ জানানো হলেও তারা এই কার্যসূচী বর্জন করেছেন। বিরোধী পক্ষের সরকারি অনুষ্ঠান বয়কট সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। সরকারি কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ না করলে বিরোধীপক্ষের বিধায়কদের মতে কাজ করবে না সরকার। এক্ষেত্রে সরকারের স্থিতি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন সরকারি কার্যসূচিতে যদি বিরোধীপক্ষ না আসে তাহলে সরকারি কাজকর্মেও তারা যেন অংশগ্রহণ না করেন। এক্ষেত্রে তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে কাজের জন্য মন্ত্রীদের কাছে সুপারিশ না করার ক্ষেত্রেও বিরোধীপক্ষের বিধায়কদের অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী বলেন তাদের সড়ক চাই বা অন্য কোনো সরকারি সুবিধা চাই সেটা সরকার নিজের স্টাইলে করবে। যেহেতু বিরোধীপক্ষের বিধায়করা রাজ্যের বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ফলে এক্ষেত্রে সরকার নিশ্চিতভাবে নিজের দায়িত্ব পালন করবে। তবে বিরোধী পক্ষের কিংবা কংগ্রেসের বিধায়কদের সুপারিশে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হবে না। যেহেতু সরকারের অনুষ্ঠানে তারা আসেন না ফলে তাদের মতে কাজ হবে না বল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। সরকারি ব্যবস্থার প্রতি বিরোধীপক্ষের বিধায়করা বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছেন বল অভিযোগ উত্থাপন করেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা।

রঙিয়া ডিভিশনে পরিকাঠামোমূলক উন্নয়নের কাজের জন্য ট্রেন পরিষেবা বাতিল, সময় পুনর্নির্ধারণ ও পথ পরিবর্তন

মালিগাঁও (সব্যসাচী দে) ঃ রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে সরুপেটা পাঠশালা স্টেশনের মধ্যে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক, চাংসারি রঙিয়া স্টেশনের মধ্যে শ্যাডো ব্লক এবং বকো, বামুনিগাঁও, সিংরা, ধুপধরায় টিআরডি ব্লক ও কনস্ট্রাকশন ব্লক ও সিগনাল বিচ্ছিন্ন এবং পোস্ট নন ইঃটারলকিং কাজ এবং ইস্টার্ন রেলওয়েনর্থ ইস্টার্ন রেলওয়েতেও প্রি নন ইন্টারলকিংনন ইন্টারলকিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী একাধিক ট্রেনের পরিষেবা বাতিল, সময় পুনর্নির্ধারণ ও পথ পরিবর্তন করা হয়েছে।

ট্রেন পরিষেবা বাতিল ঃ ২৮ ও ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৭৬৯১৫৭৭০নং. (আলিপুরদুয়ার লামডিং আলিপুরদুয়ার) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ১৫৭৫৩১৫৭৫৪নং. (আলিপুরদুয়ার গুয়াহাটি আলিপুরদুয়ার) শিফুং এক্সপ্রেস এবং ১৫৯২৮নং. (নিউ তিনসুকিয়া রঙিয়া) এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে।

২৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৯২৭নং. (রঙিয়া নিউ তিনসুকিয়া) এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে।

২৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৯৬৭নং. (রঙিয়া লিডু) এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে।

২৯ ও ৩১ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৪১৭নং. (আলিপুরদুয়ার শিলঘাট টাউন) রাজ্যরানি এক্সপ্রেস এবং ০৫৯২২নং. (নিউ তিনসুকিয়া ধুবড়ি) স্পেশাল বাতিল করা হয়েছে।

৩০ অক্টোবর ও ০১ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৪১৮নং. (শিলঘাট টাউন আলিপুরদুয়ার) রাজ্যরানি এক্সপ্রেস এবং ০৫৯২১নং. (ধুবড়ি নিউ তিনসুকিয়া) স্পেশাল বাতিল করা হয়েছে।

ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণ ঃ ২৮ ও ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ০৫৮০১নং. (নিউ বঙাইগাঁও গুয়াহাটি) প্যাসেঞ্জার ট্রেনটির সময় ০৪ ঃ৪০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৬ঃ১০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

২৮ ও ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ০৫৮১০নং. (গুয়াহাটি নিউ বঙাইগাঁও) প্যাসেঞ্জার ট্রেনটির সময় ০৫ ঃ০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৬ঃ৩০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

২৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের ২১৫০ ঘণ্টায় রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ২২৪১১নং. (নাহরলগুন আনন্দ বিহার টার্মিনাল) এক্সপ্রেস ট্রেনটির সময় ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের ০০৫০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩১ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ২২৫১১নং. (লোকমান্য তিলক টার্মিনাস কামাখ্যা) এক্সপ্রেস ট্রেনটির সময় ১৩১৫ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৬১৫ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

ট্রেনের পথ পরিবর্তন ঃ ২৮ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ২০৫০৩নং. (ডিব্রুগড় নিউ দিল্লি) রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনটি কামাখ্যা গোয়ালপাড়া টাউন নিউ বঙাইগাঁও হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।

২৭ অক্টোবর থেকে ০৭ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৭০৭নং. (কাটিহার অমৃতসর) এক্সপ্রেস ট্রেনটি সিওয়ান থায়ে কাপ্তানগঞ্জ গোরখপুর হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।

০৩ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬২২নং. (আনন্দবিহার কামাখ্যা) এক্সপ্রেস ট্রেনটি গোরখপুর কাপ্তানগঞ্জ থায়ে সিওয়ান হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।

০৩ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৩০নং. (শিলঘাট টাউন তাম্বারাম) এক্সপ্রেস ট্রেনটি আসানসোল আদ্রা মেদিনাপুর হিজলি হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।

০৫ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ০৫৬১৬নং. (গুয়াহাটি উদয়পুর সিটি) এক্সপ্রেস ট্রেনটি মুজাফফরপুর নরকাটিয়াগঞ্জ পানিয়াওয়া গোরখপুর হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।

০৬ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৯০৯নং. (ডিব্রুগড় লালগড়) এক্সপ্রেস ট্রেনটি সিওয়ান থায়ে কাপ্তানগঞ্জ গোরখপুর হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।

৩০ অক্টোবর ও ০৬ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৬৫১নং. (গুয়াহাটি জম্মু তাওয়াই) এক্সপ্রেস ট্রেনটি সিওয়ান থায়ে কাপ্তানগঞ্জ গোরখপুর হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।

রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বহু প্রত্যাশিত বৈঠক সংক্রান্তে শাসক পক্ষের তীব্র প্রতিক্রিয়া, মন্তব্য মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা সহ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়ার

বিরোধী শিবিরের এই বৈঠকেই অন্তিম, এরপর সব টাই টাই ফিস বলে মন্তব্য মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে রাজ্যের বিরোধী শিবিরে। পূর্বে ঘোষিত সূচি অনুযায়ী অবশেষে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বহু প্রত্যাশিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এমনকি লোকসভা নির্বাচনে সর্বভারতীয় বিরোধী শিবির ইন্ডিয়ার আদলে এবার রাজ্যের বিরোধী ঐক্য মঞ্চের তরফে প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে একজন করে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এই বৈঠকে। তবে বিরোধী পক্ষ যত খুশি বৈঠক অনুষ্ঠিত করলেও নির্বাচনে এক দুটি আসনের বেশি তারা পাবে না বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। তাছাড়া বিরোধীদের এই বৈঠকে ক্লাবের বৈঠক বলে উল্লেখ করেছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের এই বৈঠকে শেষতম বৈঠক বলে আখ্যা দিয়ে পরবর্তীকালে এটা টাই টাই ফিস হবে বলে ব্যঙ্গ করেছেন এআইইউডিএফ সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসাবে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চের এক বহু প্রত্যাশিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বৃহস্পতিবার মহানগরের হোটেল লিলিতে দুপুর ২ টা থেকে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে বিরোধী পক্ষের ১৩ টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছে। তবে এরই মধ্যে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা রাজনৈতিক দলগুলোকে তোয়াক্কা না করে রাজ্যের ১৪ টি আসনের জন্য ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস। তবে এর পরেও সেই কংগ্রেসের নেতৃত্বেই অনুষ্ঠিত বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে ১৩ টি রাজনৈতিক দল নানা আলোচনার মাধ্যমে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্যের বিরোধী ঐক্য মঞ্চের তরফে প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে একজন করে প্রার্থী দেওয়া, বিরোধী ঐক্য মঞ্চের জন্য কমন মিনিমাম প্রোগ্রামের খসড়া প্রস্তুত করার জন্য অসম তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রিপুন বরাকে দায়িত্ব দেওয়া এবং বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিটের খসড়া প্রস্তুত করার জন্য রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়া এবং প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রী তথা বিধায়ক রকিবুল হোসেনকে দায়িত্ব দেওয়া উল্লেখযোগ্য। আগামী নভেম্বরে বিরুদ্ধে ঐক্য মঞ্চের পরবর্তী বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে যেখানে এই খসড়া দুটি দাখিল করা হবে। তবে যে সময়ে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের রাজনৈতিক দলগুলো মহানগরের হোটেল লিলিতে আলোচনায় ব্যস্ত প্রায় সেই সময়ে শাসক পক্ষের বেশ কয়েকজন নেতা এই সংক্রান্তে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। এক্ষেত্রে মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা বলেন বিরোধী ঐক্য মঞ্চের এই বৈঠক শুধুমাত্র চা ভাত জল পান করার একটি স্থান। আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে আগে এই ঐক্য মঞ্চ ঐক্য হয়ে থাকবে না। ঐক্য মঞ্চের এক দুটি আসন পাওয়ার ক্ষেত্রেও সন্দেহ রয়েছে। বিজেপির ১১ টি আসনে জয় নিশ্চিত হলেও ১২ টি আসনের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বিরোধী পক্ষের এই ধরনের বৈঠক নিয়ে শাসক পক্ষের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। একইভাবে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা প্রতিটি রাজনৈতিক দল এক একটি ক্লাব। শুধুমাত্র দুটি আসনের জন্য বিরোধীপক্ষ এভাবে বৈঠক অনুষ্ঠিত করেছে। রাজ্যের বুথ কমিটি, আত্ম সহায়ক গ্রুপের বৈঠক এভাবে আযোজন করা হয়। ফলে বিরোধী পক্ষের এই ঐক্য মঞ্চের বৈঠক সংক্রান্ত রাজ্য সরকারের একজন মন্ত্রী হিসেবে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার কিছুই নেই বলে, মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া। রাজ্য বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতা বলেন মহানগরের হোটেল লিলিতে বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলোর এটা দ্বিতীয় পিকনিক। বর্তমান পিকনিক করার এই পরিবেশের মধ্যে বিরোধী পক্ষে রাজনৈতিক দলগুলো পিকনিকের আনন্দে ব্যস্ত। তবে বিরোধীরা যাই করুক নরেন্দ্র মোদির তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হওয়া নিশ্চিত বলে ঘোষণা করেছেন সভাপতি ভবেশ কলিতা। বিজেপি বিধায়ক রূপজোতি কুর্মি বলেন বিরোধী দেশের জন্য কোনো কাজ করেনি। দেশের জন্য ভালো চিন্তা করে না বিরোধীপক্ষ। ভালো চিন্তা না করার জন্যই তারা বর্তমান বিরোধী। ১৩ টি রাজনৈতিক দলের এই ঐক্য মঞ্চের বৈঠক অনর্থক বলে উল্লেখ করে বিরোধী পক্ষের কঠোর ভাষা সমালোচনা করেছেন বিজেপি বিধায়ক রূপজোতি কুর্মি। তবে এআইইউডিএফকে ঐক্য মঞ্চ থেকে বাইরে রেখে কংগ্রেসের নেতৃত্বে আযোজিত বিরোধী পক্ষের এই বৈঠক সংক্রান্তে তির্যক মন্তব্য করেছেন দলটির সভাপতি তথা সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল। তিনি বলেন বিরুদ্ধে ঐক্য মঞ্চের এই বৈঠকেই শেষতম বৈঠক। কারণ আসনের বোঝাপড়া নিয়েই এই ঐক্য মঞ্চ ভেঙ্গে যাবে। টাই টাই ফিস হয়ে যাবে। কারণ ঐক্য মঞ্চে থাকা প্রতিটি রাজনৈতিক দল নিজেদের জন্য আসনের দাবি জানাবে। এবার কিভাবে প্রত্যেকের মধ্যে আসন ভাগাভাগি হবে কারণ রাজ্যে শুধুমাত্র ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্র রয়েছে। এক্ষেত্রে কংগ্রেস কাকে কতটি আসন ভাগ করে দেবে সেটাই মূল বিষয়। ফলে স্বাভাবিক ভাবে বিরোধী পক্ষের এই ঐক্য মঞ্চ টিকবে না বলে মন্তব্য করেছেন সাংসদ মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল।

‘শুরুতে উইকেট নিলে দক্ষিণ আফ্রিকা চোক করবে’

বেঙ্গালুরু ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পুরো ৫০ ওভার খেলতে পারেনি পাকিস্তান। ৪৬.৪ ওভারে ২৭০ রানে অলআউট হয়ে গেছে পাকিস্তান। ম্যাচের বিরতিতে পাকিস্তানি চ্যানেল ‘এ স্পোর্টস’এর এক টক শোতে এ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন ওয়াসিম আকরাম, মিসবাহউল হক, মঈন খান ও শোয়েব মালিকরা। তাঁরা বলেছেন, ৫০ ওভার খেলে ২০ রানও যদি বাড়তি যোগ করা যেত তবে দক্ষিণ আফ্রিকাকে আরও বেশি চাপে ফেলা যেত। সেটি না হলেও পাকিস্তান যদি শুরুতে ২-৩ উইকেট নিতে পারে, তাহলে দক্ষিণ আফ্রিকা চোক করতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন তাঁরা। টক শোর শুরুতে ওয়াসিম আকরাম বলেছেন, ‘শুরুতে উইকেট নিতে পারলে এই সংগ্রহও যথেষ্ট ভালো।’ মিসবাহউল হকএর সঙ্গে যোগ করেছেন, ‘শুরুতে উইকেট নিতে হবে। একটি নয়, ২-৩টি। আত্মবিশ্বাস নিয়ে বোলিং করতে হবে। শাহিনের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।’ এরপর শোয়েব মালিকের কাছে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেছেন, ‘ওরা পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিল। কার বিপক্ষে কীভাবে বল করতে হবে, তারা তা জানত। শামসিকে ওরা পরে এনেছে। ওরা জানত আমাদের মিডল অর্ডার বা লোয়ার অর্ডার ভালো খেলছে না।’ এরপর মঈন খান দক্ষিণ আফ্রিকাকে এই ম্যাচে হারানোর

মন্ত্র জানিয়ে বলেছেন, ‘রান তাড়া করতে গেলে উইকেট পড়লে ওরা চোক করে। সেই সুবিধাটা নিতে হবে।’

কোহলির ৫০তম শতক করে, জানেন গাভাস্কার

দিল্লি ঃ নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচেই নিজের ৫০তম শতরানটি পেয়ে যেতে পারতেন বিরাট কোহলি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাঁর সেটি হয়নি। ৯৫ রানেই থেমেছে সেই ইনিংস। যদিও তাতে কোনো দুঃখ থাকার কথা নয় কোহলির। কিউইদের বিপক্ষে ভারতকে জিতিয়েছে যে সেই ইনিংস। তবে ধর্মশালার ম্যাচেই শতরানের অর্ধশতকটি হাঁকিয়ে ফেললে ভারতীয় ক্রিকেটসমর্থকদের আনন্দের মাত্রাটা আরও বাড়ত। কোহলি আজ হোক কাল হোক, ৫০তম শতকটি পেয়ে যাবেন, অপেক্ষাটা শুধু সময়েরই। তবে কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার কোহলির ৫০তম শতক নিয়ে দারুণ একটা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। গাভাস্কার মনে করেন, কোহলি এ কীর্তি গড়বেন খুব শিগগিরই। ভারতীয় কিংবদন্তি দিনতারিখও বলে দিয়েছেন, সেটি আগামী ৫ নভেম্বর কলকাতায়, দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে! কিন্তু নির্দিষ্ট করে দিনটির কথাই কেন বললেন গাভাস্কার? ৫ নভেম্বর যে কোহলির জন্মদিন! স্টার স্পোর্টসকে গাভাস্কার কোহলির ৫০তম শতক নিয়ে বলতে গিয়ে দারুণ একটি দৃশ্যকল্পও রচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, সেদিন ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেনসে হাজার হাজার দর্শকের সামনে কোহলি যখন নিজের ৫০তম শতকটি করবেন, তখন দর্শকেরা দাঁড়িয়ে বিপুল করতালিতে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যানের অর্জনকে অভিনন্দন জানাবেন। গাভাস্কার বলেছেন, ‘৫ নভেম্বর বিরাট কোহলির জন্মদিন। সেদিন কলকাতার ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলবে ভারত। আমি মনে করি, কোহলি সেদিনই নিজের ৫০তম শতকটি করে ফেলবে। নিজের জন্মদিনের দিন ৫০তম শতক, এর চেয়ে চমৎকার উপলক্ষ আর হয় নাকি! কোহলির সেই ৫০তম শতক ইডেনের হাজার হাজার দর্শক দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবেন। এমন একটা মুহূর্ত তো যেকোনো ক্রিকেটারেরই স্বপ্ন।’ এবারের বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচ হারেনি ভারত। টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে ভারত এরই মধ্যে সেমিফাইনাল প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে। কোহলি পাঁচ ম্যাচে করেছেন ৩৫৪ রান। বাংলাদেশের বিপক্ষে পুনেতে করেছেন নিজের ৪৯তম ওয়ানডে শতরানটি। প্রতিটি ম্যাচেই তিনি রেখে চলেছেন অবদান। ২৯ অক্টোবর ভারত নিজেদের পরের ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, লক্ষ্ণৌতে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এর পরের ম্যাচটি ভারত খেলবে ২ নভেম্বর মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

শাদাবের চোটে বিশ্বকাপের প্রথম কনকাশন বদলি উসামা

চেন্নাই (ওয়েবডেস্ক) ঃ ফিল্ডিংয়ের সময় শাদাব খান মাথায় আঘাত পেয়ে মাঠের বাইরে চলে গেছেন। কনকাশন বদলি হিসেবে তাঁর জায়গায় নেমেছেন পাকিস্তানের আরকে লেগ স্পিনিং অলরাউন্ডার উসামা মির। মাঠে নামার পর বল হাতে নিয়ে প্রথম ওভারেই পেয়েছেন উইকেটও। নিজের পঞ্চম বলেই এলবিডব্লু করে ফিরিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যান ফন ডার ডুসেনকে। চেন্নাইয়ে পাকিস্তানের দেওয়া ২৭১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই প্রতিবেদন লেখার সময় ২৩.২ ওভারে ৪ উইকেটে তুলেছে ১৪৬ রান। শাদাব চোট পান দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের প্রথম ওভারেই। ইফতিখার আহমেদের করা দ্বিতীয় বলটি মিড অনে ঠেলে দিয়ে রানের জন্য দৌড়ান টেম্বা বাভুমা। দ্রুত বল তুলে নিয়ে থ্রো করেন শাদাব। কিন্তু থ্রো করার পর মাঠে পড়ে যান। মাথা গিয়ে লাগে মাটিতে। মাঠেই তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। স্ট্রেচার মাঠে এলেও শেষ পর্যন্ত হেঁটেই মাঠ ছাড়েন শাদাব। এরপর আর মাঠে নামেননি তিনি। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের ১৫তম ওভারে জানা যায়, শাদাব আর এ ম্যাচে মাঠে নামতে পারবেন না। তাঁর জায়গায় কনকাশন বদলি হিসেবে মাঠে নামেন উসামা। এক বিবৃতিতে শাদাবের কনকাশন বদলি হিসেবে উসামাকে নেওয়ার কথা জানায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও। শাদাবের বদলি হিসেবে আগে থেকেই ফিল্ডিং করা উসামা বল হাতে নেন ১৯তম ওভারে। উইকেটও নেন সেই ওভারেই।

শাকিল শাদাবের পাল্টা আক্রমণের পরও পাকিস্তানের ২৭০

চেন্নাই ঃ বাবর আজম ও সৌদ শাকিলের অর্ধশতক, শাকিল ও শাদাব খানের পালটা আক্রমণের ষষ্ঠ উইকেট জুটির পরও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ২৭০ রানেই আটকে গেছে পাকিস্তান। চেন্নাইয়ে পাকিস্তানের মূল ক্ষতিটা করেছেন পেসার মার্কো ইয়ানসেন ও বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার তাব্রেইজ শামসি, দুজন মিলেই নিয়েছেন ৭ উইকেট। এক সময় ৩০০ রানের দিকে এগোলেও ইনিংসের ২০ বল বাকি থাকতেই অলআউট হয়ে গেছে পাকিস্তান।

উইকেট ধরে রেখে ইনিংস গড়ার যে ধাঁচ, টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়া পাকিস্তান ঠিক সে পথে এগোয়নি আজ। প্রথম ৫ ব্যাটসম্যানের কেউ শুরুতেই ফিরেছেন, কেউ ভালো শুরু পেলেও ইনিংস বড় করতে পারেননি, কেউ অর্ধশতকের পরই আটকে গেছেন। তবে সবাই থেমেছেন প্রশ্নবিদ্ধ শট নির্বাচনের পর।

দুই উদ্বোধনী ব্যাটসম্যানই মার্কো ইয়ানসেনের শিকার। শর্ট বলে ডিপ স্কয়ার লেগে আব্দুল্লাহ শফিক, অফ স্টাম্পের বেশ বাইরের ফুল লেংথ বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে ইমামউলহক ক্যাচ দেন ওয়াইড স্লিপে। সপ্তম ওভারে ৩৮ রানের মধ্যে ২ উইকেট হারানো পাকিস্তান প্রথম পাওয়ার প্লেতে তোলে ৫৮ রান।

বাবর ও রিজওয়ানের জুটি ৫৬ বলে যোগ করে ৪৮ রান, প্রায় নিয়মিত বাউন্ডারি পেলেও ডট বলও ছিল সেখানে। পাকিস্তানের ইনিংসজুড়েই এ চিত্র ছিল। জেরাল্ড কোয়েৎজির শর্ট বলে উইকেটের পেছনে রিজওয়ান ক্যাচ দিলে ভাঙে বাবরের সঙ্গে জুটি, ইনিংসে শর্ট বলে আউট হওয়া দ্বিতীয় ব্যাটসম্যান হন তিনি ২৭ বলে ৩১ রান করে। ইফতিখার আহমেদকে পাকিস্তান পাঠায় সৌদ শাকিলের আগেই, কিন্তু সেটি ঠিক কাজে আসেনি।

বাবরের সঙ্গে ৪৩ রানের জুটি গড়লেও ইফতিখার থামেন ২১ রান করে তাব্রেইজ শামসিকে তুলে মারতে গিয়ে, বাঁহাতি রিস্ট স্পিনারের গুগলি পড়তেই পারেননি তিনি। মাঝের ওভারে শামসিই সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছেন পাকিস্তানিদের। যাঁর পরের শিকার বাবর। ৬৪ বলে অর্ধশতক পূর্ণ করা বাবর ছিলেন বেশ ইতিবাচক, কিন্তু ৬৫ তম বলেই থামতে হয় তাঁকে। শামসির লেংথ বলে হাঁটু গেঁড়ে খেলতে গিয়ে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দেন তিনি, দক্ষিণ আফ্রিকা যে উইকেট পায় রিভিউ নিয়ে। আরেকবার ৫০ ছুঁলেও কাঙ্ক্ষিত শতকটা এনে দিতে পারেননি তিনি পাকিস্তানকে।

৩০ ওভারের আগেই ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলা পাকিস্তানকে তখন চোখ রাঙাচ্ছিল ধস। শাদাব ও শাকিলের জুটি সেটি হতে দেয়নি, উল্টো পাকিস্তানকে ৩০০ রানের আশাও জুগিয়েছেন দুজন। নিজের বোলিং নিয়ে সমালোচনার মুখে থাকা শাদাব ব্যাটিংয়ে নিজের ভূমিকা পালন করেছেন বেশ ভালোভাবে, সঙ্গে শাকিলও ছিলেন দারুণ। মাত্র ৪৫ বলেই দুজনের জুটি ৫০ ছুঁয়ে ফেলে। ৮৪ রানের সে জুটি ভাঙেন কোয়েৎজি, তাঁর শর্ট লেংথে পুল করতে গিয়ে খাড়া ওপরে তোলেন ৩৬ বলে ৪৩ রান করা শাদাব। শাকিলও থামেন অর্ধশতকের পরপরই, ৫২ বলে ৫২ রান করে শামসির শিকার তিনি।

পাকিস্তানকে এরপরও ৩০০-এর আশা দিয়েছিলেন মোহাম্মদ নেওয়াজ, কিন্তু ইনিংসের ২৫ বল বাকি থাকতে ইয়ানসেনের তৃতীয় শিকারে পরিণত হয়ে থামতে হয় তাঁকে। এর আগে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে আউট করে নিজের চতুর্থ উইকেটটি পান শামসি। ১১ রানের মধ্যে শেষ ৩ উইকেট হারায় পাকিস্তান।

ইসরাইলি সেনাবাহিনী বলছে, তারা গাজা উপত্যকায় স্থল অভিযান চালিয়েছে

ইসরাইল (ওয়েবডেস্ক)ঃ ইসরাইলের সেনাবাহিনী গাজায় অসংখ্যা সন্ত্রাসী সেল, অবকাঠামো আক্রমণ করার জন্য একটি একক স্থল অভিযানের কথা নিশ্চিত করেছে। নেতানিয়াহু বলেছেন, ইসরাইল স্থল আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ৭ অক্টোবর হামাসের প্রাথমিক হামলায় ইসরাইলে ১৪০০ জন নিহত হয়েছে। তাদের বেশিরভাগই বেসামরিক নাগরিক।

হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রক বলছে, গাজায় মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ৬ হাজার ৫৪৬ জনে পৌঁছেছে। এদের অধিকাংশই নারী ও শিশু। তবে মৃতের সংখ্যার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের কিছু কর্মকর্তা সন্দেহ প্রকাশ করেছে।

বৃহস্পতিবার ইসরাইলের সেনাবাহিনী বলেছে, তারা গাজা উপত্যকায় একটি স্থল অভিযান চালিয়েছে। সেখানে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে ইসরাইলের বাহিনী হামাসের জঙ্গিদের লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালাচ্ছে। ইসরাইলের সেনাবাহিনী সম্ভাব্য স্থল আক্রমণের আগে গাজা সীমান্তের কাছে ৩ লাখ সেনা মোতায়েন করে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বুধবার এক লক্ষ্যের ব্যাপারে তার সমর্থন জানিয়েছেন যা এখন দূরবর্তী মনে হচ্ছে। লক্ষ্যটি হলো, দীর্ঘকাল ধরে যুক্তরাষ্ট্রের পৃথক, স্বায়ত্তশাসিত ইসরাইল এবং ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা। হোয়াইট হাউসের এক সংবাদ সম্মেলনে বাইডেন বলেছেন, ফিলিস্তিনিদের আকাঙ্ক্ষাকে উপেক্ষা করা যাবে না। ইসরাইলি এবং ফিলিস্তিনিরা নিরাপত্তা, মর্যাদা এবং শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বসবাস করার সমান দাবি রাখে। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে হামাস চারজন জিম্মিকে মুক্তি দিয়েছে। এদের মধ্যে একজন আমেরিকান নারী ও তার মেয়ে এবং দুজন প্রবীণ ইসরাইলি নারী। তবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর এক বিবৃতিতে সতর্ক করেছে, বাকিদের মুক্তি অনেক বেশি কঠিন হবে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর,

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। ইসরাইল গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে বসবাসকারী জনগণকে দক্ষিণে সরে যাওয়ার জন্য সতর্ক করেছিল। সেনাবাহিনী বলেছে, এই ঘোষণা বেসামরিক মানুষদের ক্ষতি কমানোর পদক্ষেপ। অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড বিষয়ক জাতিসংঘের মানবিক সমন্বয়কারী লিন হেস্টিংস বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, যারা চলাচলে অক্ষম বা যাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই, তাদের জন্য ইসরাইলের অগ্রিম সতর্কতা কোনো মানে রাখে না। হেস্টিংস বলেন, যখন গাজাবাসীকে সরিয়ে নেয়ার রুটগুলোতে বোমাবর্ষণ করা হয়, যখন উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ সহিংসতার মধ্যে পড়ে যায়, যখন বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব হয়, এবং যখন ফিরে আসার কোনো নিশ্চয়তা থাকে না, তখন মানুষের হাতে অসম্ভব বিকল্প ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তিনি আরও বলেন, গাজার কোনো জায়গাই নিরাপদ নয়। জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তনিয় গুত্তেরেস ২৪ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া বক্তব্যে মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, গাজাতে ইসরাইলের অবরোধ 'আন্তর্জাতিক মানবতা আইনের স্পষ্ট লংঘন'।

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসকেরা

ঢাকা ঃ বিরোধী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা ও রিপোর্ট যাচাইবাছাই করতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদল বৃহস্পতিবার (২৬ অক্টোবর) ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে গিয়ে তাঁর চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করেছেন।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, জনস হপকিন্স ইউনিভার্সিটির স্কুল অফ মেডিসিনের হামিদ রব, ক্রিস্টোস জর্জিয়াডেস ও জেমস পি এ হ্যামিল্টন দুপুর দেড়টার দিকে হাসপাতালে যান এবং বিএনপি চেয়ারপারসনের মেডিকেল বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেনের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, ওই তিন চিকিৎসক খালেদা জিয়ার বিভিন্ন মেডিকেল পরীক্ষার রিপোর্ট পর্যালোচনা করেন এবং কেবিনে তাঁকে দেখতে যান। শায়রুল কবির আরও বলেন, খালেদা জিয়ার পরবর্তী চিকিৎসার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চিকিৎসকেরা মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

উল্লেখ্য, বুধবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে ড. হামিদ রব ও ড. জেমস পি এ হ্যামিল্টন ঢাকায় পৌঁছান। আরেক চিকিৎসক ক্রিস্টোস জর্জিয়াডেস রাত ২টার দিকে বিমানবন্দরে পৌঁছান।

খালেদা জিয়ার পরিবার এভারকেয়ার হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ডের সঙ্গে আলোচনার পর নেফ্রোলজি, হেপাটোলজি, ইন্টারন্যাশনাল রেডিওলজি ও লিভার কিডনি ট্রান্সপ্লান্টসহ বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ তিন চিকিৎসককে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। তারা ট্রান্সজুগুলার ইন্ট্রাহেপ্যাটিক পোর্টোসিস্টেমিক শান্ট বা লিভার সিরোসিসের রোগীদের চিকিৎসা করেন। খালেদা জিয়া ৯ আগস্ট থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। লিভার সিরোসিস, আর্থ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, কিডনি, ফুসফুস, হার্ট ও চোখের সমস্যাসহ বিভিন্ন রোগে ভুগছেন ৭৮ বছর বয়সী সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী।

৯ অক্টোবর এভারকেয়ার হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ড সুপারিশ করে, বাংলাদেশে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার কোনো বিকল্প না থাকায় তাঁকে দ্রুত বিদেশে মাল্টিডিসিপ্লিনারি সেন্টারে পাঠানো হোক। হাসপাতালে এক সংবাদ সম্মেলনে বোর্ডের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, পেট ও বুকে জল জমে যাওয়া বন্ধে যথাযথ চিকিৎসার অভাবে, অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ ও লিভার সিরোসিসের কারণে সৃষ্ট সংক্রমণের কারণে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জীবন ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

টুকরো খবর

মির্জা ফখরুল বলেন 'উস্কানি' চলছে, মঞ্চ বানাচ্ছে আওয়ামী লীগ

ঢাকা ঃ ঢাকায় ২৮শে অক্টোবর বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সমাবেশ ঘিরে রাজনৈতিক উত্তেজনা ও বাদানুবাদ অব্যাহত আছে। শনিবার নয়া পল্টনে নিজেদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে মহাসমাবেশের ঘোষণা দিয়ে রেখেছে বিএনপি। যদিও শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত সেখানে সমাবেশের অনুমতি তারা পায়নি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বা ডিএমপির কাছ থেকে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগও একই দিনে পাল্টা সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছে বায়তুল মোকাররমের সামনে। এই দুটি দলকেই বিকল্প ভেন্যুর প্রস্তাব দিতে বলে ডিএমপি। কিন্তু আওয়ামী লীগ ও বিএনপি চিঠি দিয়ে জানায় তাদের পক্ষে সমাবেশের ভেন্যু পরিবর্তন সম্ভব নয়। সকালে পল্টন এলাকা থেকে সংবাদদাতা নাগিব বাহার জানান, বিএনপি অফিসের সামনে অল্প কিছু মানুষ জড়ো থাকলেও সেখানে এখনো সমাবেশের প্রস্তুতি নিতে দেখা যায়নি। সমাবেশের মঞ্চ তৈরির কাজও শুরু করেনি বিএনপি। দুপরের পর থেকে দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিএনপি নেতাকর্মীদের ভিড় বাড়তে থাকে। যদিও সকালের দিকে পার্টি অফিসের ভেতর থেকে মাইকে বারবার নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে রাস্তায় ভিড় না জমাতে। তবে ভিন্ন চিত্র বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেটে। সেখানে সমাবেশের মঞ্চ তৈরির কাজ শুরু করেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ। এদিকে সকাল ১১টায় নয়া পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জরুরী সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি। সেখানে সাংবাদিকদের সামনে আবারও নিজেদের অবস্থান পরিস্কার করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। মি. আলমগীর বলেন, যদি সরকার ও ক্ষমতাসীন দল 'অত্যাচার নিপীড়ন ও বাড়াবাড়ি' করে তাহলে সে দায়দায়িত্ব তাদেরই নিতে হবে। তিনি অভিযোগ করেন, ২৮শে অক্টোবর সমাবেশকে ঘিরে ক্ষমতাসীনদের তরফ থেকে 'সংঘাতে উস্কানি' দেয়া হচ্ছে। আমরা আগামীকাল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের মহাসমাবেশ করতে চাই। এখনো ডিএমপি থেকে আমরা চিঠি পাইনি। তবে আশা করছি তারা আমাদের মহাসমাবেশে সহযোগিতা করবে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতারা অবশ্য বলছেন বিএনপিকে আন্দোলন করতে কোনো বাধা দেয়া হবে না। তবে আন্দোলন করতে গিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক অনুষ্ঠান শেষে আইনমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, আন্দোলন তারা করতে পারে, এটা রাজনৈতিক দলের অধিকার। কিন্তু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আছে। তারা ব্যবস্থা নেবে।

২৮শে অক্টোবর প্রায় 'দুই লাখ' লোক জড়ো করার কথা জানিয়েছে আওয়ামী লীগ। এক দফা দাবিতে এই মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে বিএনপি। মির্জা ফখরুল বলেন, আমাদের এক দফা দাবি পরিস্কার, সবার আগে এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে, সংসদ বিলুপ্ত করতে হবে। নতুন নির্দলীয় সরকার গঠন করে নতুন নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচন দিতে হবে। তিনি জানান, তাদের ২৮শে অক্টোবরের মহাসমাবেশের উদ্দেশ্যই হল সরকারকে চাপ দেয়া। এদিকে আওয়ামী লীগের তরফ থেকে এরই মধ্যে বলা হয়ে শনিবার সমাবেশ তারা 'দেড় থেকে দুই লাখ' মানুষ জড়ো করার আশা করছে। এর আগে বিএনপি পুলিশকে দেয়া এক চিঠিতে জানায় যে মহাসমাবেশে এক লাখ থেকে সোয়া লাখ লোক জড়ো হতে পারে এবং তাদের হিসেবে নয়াপল্টনের এই সমাবেশ পশ্চিমে বিজয়নগর মোড় থেকে পূর্ব দিকে ফকিরাপুল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। বিএনপির সূত্র বলছে ঢাকার বাইরে থেকে অনেক নেতাকর্মীই সমাবেশের আগের দিনই এসে হাজির হয়েছেন। তবে সংবাদ সম্মেলনে মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন তাদের নেতাকর্মীদের উপর হয়রানি করা হচ্ছে, একই সাথে তল্লাশি ও গ্রেফতার করা হচ্ছে। সমাবেশ কেন্দ্র করে আহত হয়েছেন ২০৯৫ জন, যারা বরিশাল থেকে আসছিল তাদের উপর লঞ্চঘাটসহ বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করা হয়েছে। মামলা দেয়া হয়েছে ৪১৮টা, গ্রেফতার হয়েছে ৪০২০ জন ও আসামী ২৮৫৭০ জন। সরকারের পদত্যাগ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন করছে বিএনপি। বিএনপির মহাসচিব বলেন সরকার এসব মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করে সাজা দেয়ার ব্যবস্থা করছে। তিনি অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত নেতাকর্মীদের মুক্তি দাবি করেন। ঢাকার কোন কোন প্রবেশমুখে গণপরিবহন থামিয়ে পুলিশের তল্লাশির খবর দেখা যাচ্ছে সামাজিক মাধ্যম ও গণমাধ্যমে। বগুড়া থেকে আজ সকালে ঢাকায় এসেছেন মেহেদী হাসান। তিনি জানান গাজীপুরের পর খানিক বাড়তি পুলিশি তৎপরতা চোখে পড়লেও তাকে কোন তল্লাশির মুখে পড়তে হয় নি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিকেলের পর ঢাকার বিভিন্ন প্রবেশমুখে চেকপোস্ট বসাতে পারে জেলা পুলিশ। এদিকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখার প্রধান হারুন অর রশীদ জানান, যে কোন দলই যদি শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করে তবে আমরা নিরাপত্তা দিয়ে পর্যাপ্ত সহযোগিতা করবো। ২৮শে অক্টোবরের দুই দলের মহাসমাবেশ ঘিরে কোন সংঘাতের শঙ্কা দেখছেন না বলেও জানান তিনি। অন্যদিকে বিকেলে শান্তি ও উন্নয়ন কর্মসূচি ঘিরে সংবাদ সম্মেলন করার কথা রয়েছে আওয়ামী লীগের। দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ বিএনপির প্রতি হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি সমাবেশ ঘিরে কোন অস্থিতিশীল কর্মকান্ড করা হয় তবে সরকার তা কঠোর হস্তে দমন করবে। এছাড়া ২৮শে অক্টোবর শাপলা চত্বরে সমাবেশ করতে চেয়ে আবেদন করেছিল জামায়াতে ইসলামী। তবে তাদের সেই অনুমতি দেয়নি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
শনিবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
28:10:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

আওয়ামী লীগের লগিবৈঠার সাথে জামায়াতের রক্তক্ষয়ী সংঘাত যেভাবে হয়েছিল

ঢাকা ঃ দুই হাজার ছয় সালের অক্টোবর মাস। বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকার তখন বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি কে এম হাসান যাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধানের দায়িত্ব নিতে না পারেন সেজন্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট তখন তুমুল আন্দোলন করছে। এমন প্রেক্ষাপটে ২০০৬ সালের ২৮শে অক্টোবর ঢাকার পল্টন বায়তুল মোকাররম এলাকায় জামায়াতে ইসলামী এবং আওয়ামী লীগের কর্মীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। আটাশে অক্টোবর ছিল বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকারের শেষ দিন। সেদিন ঢাকার রাস্তায় প্রকাশ্যে অস্ত্র তুলে গুলি এবং মানুষ পিটিয়ে মারার ঘটনা গভীর আলোড়ন তৈরি করেছিল। আটাশে অক্টোবরের আগের দিন এবং পরের দিনও দেশের বিভিন্ন জায়গায় রক্তক্ষয়ী রাজনৈতিক সংঘাত হয়েছিল। তিন দিনের তুমুল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে আওয়ামী লীগ কার্যত রাজপথ দখলে নেয়। আওয়ামী লীগ কর্মীরা সেদিন লগিবৈঠা ও লাঠি নিয়ে রাস্তায় অবস্থান নিয়েছিল। একদিকে আন্দোলন চলছে, অন্যদিকে বিএনপি মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া এবং আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল তখন সংলাপে বসেছেন সংকট সমাধানের উপায় খুঁজতে। তখন অনেকেই ধারণা করেছিলেন যে এই সংলাপ ব্যর্থ হতে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়েছে। এরই মধ্যে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কে এম হাসান যদি প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেয় তাহলে সারাদেশ থেকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা যাতে লগিবৈঠা হাতে ঢাকায় চলে আসে।

সিরিয়ায় ইরানের অস্ত্র ভান্ডারে বিমান হামলা চালিয়েছে আমেরিকা

সিরিয়া (এজেন্সী) ঃ সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে থাকা ইরানের রেভ্যুলিউশনারি গার্ডের দুটি অস্ত্র ও গোলাবারুদের গুদামে বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন বলেন, ইরাক ও সিরিয়ায় থাকা মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর চালানো সাম্প্রতিক হামলার জবাবে এই হামলা চালানো হয়েছে।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, মার্কিন বিমান হামলাগুলো ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলমান সংঘাত থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ভিন্ন।

ইরান তাৎক্ষণিকভাবে কোন মন্তব্য করেনি।

শুক্রবার ইরাকের সীমান্তের কাছে আবু কামাল শহরে স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে চার টার দিকে এই হামলা চালানো হয়। এই হামলায় কেউ হতাহত হয়েছে কিনা তা এখনো জানা যায়নি।

এক বিবৃতিতে মি. অস্টিন বলেন, গত ১৭ই অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ইরাক ও সিরিয়ায় মার্কিন সামরিক সদস্যদের লক্ষ্য করে ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীর চালানো চলমান ও ব্যর্থ হামলার জবাবে এই হামলাগুলো চালানো হয়েছে। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে সংঘাত শুরুর পর থেকে মার্কিন ও যৌথবাহিনীর সদস্যরা ইরাকে ১২ বার এবং সিরিয়ায় চার বার হামলার শিকার হয়েছে। পেন্টাগনের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ২১ জন সেনা সদস্য সামান্য আহত হয়েছেন।

হামলার জন্য আমেরিকার কর্মকর্তারা ওই এলাকায় থাকা ইরানের ছায়া গোষ্ঠীগুলোকে দায়ী করেছে। ইরান গাজার নিয়ন্ত্রণে থাকা হামাস এবং লেবাননে পরিচালিত হেজবুল্লাহকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহায়তা করে থাকে।

মি. অস্টিন বলেন, মার্কিন সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে ইরান সমর্থিত এসব হামলা অগ্রহণযোগ্য এবং এগুলো অবশ্যই বন্ধ করা উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীকে লক্ষ্য করে ইরানের ছায়া গোষ্ঠীগুলোর এ ধরনের হামলা চলমান থাকলে, আমাদের জনগণের নিরাপত্তায় আমরা আরো পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করবো না।

বৃহস্পতিবার নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমিরআবদোল্লাহিয়ান হুশিয়ার করে বলেন, গাজায় সহিংসতা চলতে থাকলে ওই এলাকায় যে আগুন জ্বলছে তার থাবা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না ওয়াশিংটন।

চলতি সপ্তাহগুলোতে ওই এলাকায় যুদ্ধ জাহাজ ও যুদ্ধ বিমান পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আরো ৯০০ সেনাকে ওই এলাকায় পাঠানো হচ্ছে।

এরআগেও মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন ঘাটিগুলো হামলার মুখে পড়েছে, এর জবাবে হামলা করেছে যুক্তরাষ্ট্রও।

গত মার্চে একটি ড্রোন হামলায় এক মার্কিন সেনা নিহত হওয়ার পর সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে বেশ কয়েকবার হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

পেন্টাগনে এক সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা বলেছেন, সিরিয়ার পূর্বাঞ্চলে আজকের হামলার বিষয়ে ইসরায়েলের সাথে কোন ধরণের সমন্বয় করা হয়নি। এমনকি হামলা চালানোর আগে তাদেরকে জানানোও হয়নি।

তারা জোর দিয়ে বলছেন যে, এই হামলা ইসরায়েল-গাজা সংঘাতের সাথে যুক্ত নয়। এরআগে, প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন এক বিবৃতিতে বলেন যে, এই হামলা গাজা পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন এবং আলাদা এবং এটি এই সংঘাতের বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তনকে নির্দেশ করে না।

পেন্টাগনের কর্মকর্তারা আরো বলেন, এই হামলার উদ্দেশ্য ছিল ইরানকে একটি পরিষ্কার বার্তা পাঠানো।

কর্মকর্তারা বলেন, আমরা চাই ইরান যাতে একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়। তারা যাতে তাদের সশস্ত্র এবং ছায়া গোষ্ঠীগুলোকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়।

ওয়াশিংটন ডিসিতে পেন্টাগনের সংবাদ সম্মেলনের পর সিরিয়ায় মার্কিন বিমান হামলার বিস্তারিত জানা যাচ্ছে।

কর্মকর্তারা বলছেন, বিমান হামলা ইরানি বাহিনীর অস্ত্র ও গোলাবারুদের গুদামে আঘাত করেছে।

স্থানীয় সময় ভোর সাড়ে চার টার দিকে ইরাকের সীমান্তের কাছে আবু কামাল নামে একটি শহরে হামলা চালানো হয়। এই হামলায় অংশ নেয় যুক্তরাষ্ট্রের এফ-১৬ যুদ্ধ বিমান।

কিন্তু এই হামলায় কেউ হতাহত হয়েছে কিনা তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

পেন্টাগনের মতে, সম্প্রতি কয়েক দিনে ইরাক এবং সিরিয়ায় মার্কিন সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন ও রকেট হামলায় কমপক্ষে ২১ জন মার্কিন সেনা আহত হয়েছে। এরা সবাই হালকা আঘাত পেয়েছেন। কিন্তু সম্ভাব্য একটি হামলা থেকে বাঁচতে আশ্রয় নেয়ার সময় একজন সেনা হৃদরোগজনিত ঘটনায় মারা গেছে।

ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে সংঘাত শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র এবং যৌথবাহিনী ইরাকে কমপক্ষে ১২ বার এবং সিরিয়ায় চার বার হামলার শিকার হয়েছে।

এই হামলার জন্য আমেরিকা ওই এলাকায় থাকা ইরানের ছায়া গোষ্ঠীগুলোকে দায়ী করেছে। ইরান হামাস এবং লেবাননের হেজবুল্লাহকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সহায়তা করে থাকে।

সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ৯০০ সেনা মোতায়েন রয়েছে। আর প্রতিবেশী দেশ ইরাকে আছে আরো ২৫০০জন। বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, ওই এলাকায় তারা আরো ৯০০ সেনা পাঠাচ্ছে।

এরআগে হোয়াইট হাউজ বলেছে, ইরানের সুপ্রিম নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনিকে একটি বিরল বার্তায় মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সেনাসদস্যদের উপর হামলা না চালাতে হুশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

বিবিসির নিরাপত্তা বিষয়ক কারেসপনডেন্ট ফ্র্যাঙ্ক গার্ডনার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বেশ কষ্টের সাথেই বলছে যে, সিরিয়া পূর্বাঞ্চলে রাতারাতি চালানো হামলা গাজার চলমান পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত নয়, এটা ইসরায়েলের সাথে কোন ধরণের সমন্বয় করে করা হয়নি এবং এটা আত্মরক্ষামূলক সম্পূর্ণ আলাদা একটি পদক্ষেপ। পেন্টাগন বলছে, সিরিয়া ও ইরাক সীমান্তে থাকা প্রত্যন্ত মার্কিন ঘাটিতে ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী গত কয়েক দিনে ১৯ বার হামলা চালিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর এফ-১৬ নামে এক জোড়া যুদ্ধ বিমানের সাহায্যে ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীর ব্যবহৃত অস্ত্রের মজুদে আঘাত হেনেছে। পেন্টাগন এই হামলা থেকে নিজেদের দূরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং ইরানকে পিছু হটতে বলা হয়েছে।

কিন্তু পেন্টাগন যাই বলুক না কেন, এই পদক্ষেপকে ওই এলাকায় ইসরায়েলের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং একে এই কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আমরা এখনো যেটা জানি না সেটা হচ্ছে, এই হামলায় হতাহতের সংখ্যা।

আরব বিশ্বের বেশিরভাগ অংশেই যুক্তরাষ্ট্রকে ইসরায়েলের মিত্র হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং এ কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাটিগুলোতে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে স্থল অভিযান চালাতে বিরতি নিতে বলার কারণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলা মোকাবেলায় ঘাঁটিগুলোতে মার্কিন বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থানান্তর করতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে।

মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় প্রতিটি উপসাগরীয় দেশে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। এসব ঘাঁটিতে ছায়া গোষ্ঠীগুলোর হামলা আশঙ্কায় সতর্কতা বাড়ানো হয়েছে।

গাজা ভুখন্ডের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

অর্ক গোস্বামী

গাজা ঃ বিগত দুই সপ্তাহ ধরে হামাসের বিরুদ্ধে চলা অভিযানের দরুন হাজার হাজার বোমা গাজা ভুখন্ডে মুড়ি মুড়কির মতো পড়েছে । শয়েশয়ে হামাস যোদ্ধাদের পাশাপাশি নিরপরাধ শিশু নারী সমেত অসংখ্য সাধারণ গাজানিবাসির মৃত্যু যেন রুটিন হয়ে গেছে। প্রাথমিক ভাবে ভয়াবহ আক্রমন চালিয়ে ইজরায়েলি প্রশাসন কে হতবাক করে দিলেও পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে এখনো অবধি হামাস বাহিনী পাল্টা উল্লেখযোগ্য দ্বিতীয় দফার কোনো আক্রমন শানাতে পারেনি। ইজরায়েলের পক্ষে আক্রান্ত দেশ হিসেবে আত্মরক্ষার অধিকারজনিত যুক্তি দেখিয়ে হামাস কে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে পুর্নশক্তি নিয়োগ করা স্বাভাবিক একটা প্রতিক্রিয়া। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হলো যুদ্ধ জয়ের পরে গাজার কী হবে ? হাজার হাজার নির্বিবাদী মানুষের অকাল মৃত্যুর স্মৃতি বুকে আঁকড়ে ধ্বংস স্তুপের মধ্যে আবার দুঃসহ জীবনযাপন হয়তো শুরু হয়েও যাবে! তবে মনে রাখতে হবে গাজা ভুখন্ডে ইজরায়েলি আক্রমনই কেবল একমাত্র আশংকার বিষয় নয়। অপরিকল্পিত স্বাস্থ্য পরিসেবা, দারিদ্রতা এবং বেকারত্বের জ্বালা নিয়ে গাজার দৈনন্দিন জীবন । এই জাতীয় দুর্বিষহ অবস্থা ভবিষ্যতে যে পুনরায় হামাসের উত্তরসূরী তৈরি করবেনা কে বলতে পারে? সামরিক ভাবে হামাসকে দমিয়ে দেওয়া গেলেও রাজনৈতিক ভাবে হামাস এবং হামাস সদৃশ্য সংগঠন গুলির পুনরুত্থান আদৌ আটকানো যাবেকী?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক ইজরায়েল সফরে মাননীয় মার্কিন রাস্ট্রপতি জো বাইডেন মার্কিন প্রশাসনের আফগানিস্তান অভিজ্ঞতার কথা ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী কে সবিশেষ বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন ৯১১ ঘটনার প্রত্যাঘাতের দরুণ প্রাথমিক ভাবে মার্কিন সেনাবাহিনীর সাফল্য এসেছিলো কিন্তু অচিরেই সেই ভুল ভেঙে যায় যখন আফগানিস্তানে প্রতিনিয়ত মার্কিনবাহিনী চোরাগোপ্তা আক্রমনের শিকার হতে থাকে। আফগানিস্তানের প্রাথমিক মানবাধিকার সুরক্ষিত না করে, স্বাস্থ্য পরিসেবা, শিক্ষাব্যবস্থার প্রগতিশীল সংস্কারসাধন না করে কেবল মাত্র সামরিক শক্তি এবং অঢেল অর্থে জোরে অর্জিত সামরিক জয় কখনোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কে দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য দিতে পারেনি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস হোক বা তৃণমুল স্তরে আফগানীস্থানের মানুষের সাথে একাত্ম হওয়ার অভাব, যে কারনেই হোকনা কেন, দুদশক ধরে তালিবান বাহিনীর সাথে লড়াই করেও শেষ অবধি ওয়াশিংটনকে সাফল্যের সাথে আফগানিস্তান থেকে সরে আসতে হয়েছিলো গনতন্ত্র স্থাপনের লক্ষ্যের সমাধি রচনা হতে দেখে।

ইজরায়েলের বর্তমান গতিবিধি এখনো অবধি অনেকটা ৯/১১ পরবর্তী মার্কিন প্রশাসনের কার্যকলাপের রেপ্লিকা বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন । হামাসের সাথে সংঘর্ষে ইজরায়েলের সাময়িক জয় নিশ্চিত কিন্তু যুদ্ধপরবর্তী গাজার প্রশাসন সম্পর্কে ইজরায়েলের পরিকল্পনা এখনো সম্পুর্ন ধোঁয়াশার মধ্যে। দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ থেকে একথা বলাই যায় যে গাজা ভুখন্ডকে সরাসরি নিজেদের অধিকারে এনে শাসন করার পক্ষপাতী ইজরায়েল নয়। পাশাপশি ইজরায়েলের অন্যতম ভূরাজনৈতিক লক্ষ্য হলো গাজা ভুখন্ড এবং ওয়েস্ট ব্যংকের যৌথ রাজনৈতিক আন্দোলন কে পুঞ্জীভূত হতে না দেওয়া।

একথা অস্বীকার করা যায়না যে গাজা ভুখন্ডে যদি একটি ইজরায়েল বান্ধব সরকার থাকে তবে সেটা শান্তিপুর্ন রাজনৈতিক এবং আর্থসামাজিক সহাবস্থানের প্রকৃষ্ট উদাহরন রুপে গন্য হবে । এমতাবস্থায় সহজ বিকল্প হতে পারে প্যালেস্টাইন মুক্তি পরিষদের অন্যতম বৃহৎ দল এবং ওয়েস্ট ব্যংকে হামাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ফাতাহ গোষ্ঠী। যুদ্ধোত্তর গাজা ভুখন্ডের প্রশাসনিক রুপরেখা কী হবে সেই বিষয়ে আলোচনায় বসা একান্ত জরুরী । তবে এই বিকল্পটি সমস্যা মুক্ত নয়, ফাতাহ র আভ্যন্তরীণ মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের

কারনে বাড়তে থাকা উপদলীয় প্রবণতা এবং ওয়েস্ট ব্যংক প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ দীর্ঘ ফলত গাজা ভুখন্ডে সংগঠন তৈরি করে ভোটে জিতে হামাসের বিকল্প হয়ে ওঠা ফাতাহ র পক্ষে যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। এই বিষয়ে যদি ইজরায়েলি সেনাবাহিনীর প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকেও তাহলেও এই প্রশাসনে বৈধতা নিয়ে গাজার জনসাধারণের মধ্যে সন্দেহ থেকেই যাবে। এরকম পরিস্থিতিতে তুলনামুলক ভাবে গ্রহনযোগ্য বিকল্প হলো গাজা ভুখন্ডে আন্তর্জাতিক শান্তিবাহিনী তত্বাবধানে প্রশাসন চালানো। ভূরাজনৈতিক ভাবে ক্রমাগত অস্থির হয়ে ওঠা গাজা ভুখন্ড নিয়ে প্রতিবেশি দেশ গুলির দীর্ঘমেয়াদী নিস্পৃহতা অন্যতম কারন অধিকাংশ দেশগুলির পক্ষে বর্তমানে গাজা প্রশাসন চালাবার মতো আর্থিক স্বচ্ছলতার অভাব এবং হামাসের বিকল্প রাজনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহনে অনিহা। রাস্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর বর্তমানে ইজরায়েলি সরকারের রাশ চরমপন্থী দের হাতে যাদের অন্যতম লক্ষ্য গাজা ভুখন্ড কে প্যালেস্টাইনী মুক্ত করা।

আফগানিস্তানে আমেরিকার দুই দশকের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলা যায় যে হামাস বিরোধী এই যুদ্ধে ইজরায়েলের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত আগামী প্যালেসটাইনী প্রজন্মকে চরমপন্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত রাখা। হামাসমুক্ত গাজা ভুখন্ডে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজের সুযোগ এবং সম্মানজনক জীবনযাপনের শর্তপূরন ব্যর্থ হলে বর্তমানের ধ্বংসস্তুপ থেকে ভবিষ্যতের উগ্রপন্থার বীজ মহীরুহে পরিনত হবে, এই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে ইজরায়েলকে যাবতীয় পরিকল্পনা করা দরকার।

গাজায় যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ত্রাণ যাচ্ছে খুব কম

প্যারিস (এজেন্সী) ঃ ব্রাসেলসে এক বৈঠকের পর গাজায় জরুরী ভিত্তিতে ত্রাণ পৌঁছানোর জন্য মানবিক করিডর এবং যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানাতে সম্মত হয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা।

জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা বিষয়ক প্রধান সতর্ক করে বলেছেন, গাজায় ত্রাণ খুবই স্বল্প পরিমাণে পৌঁছাচ্ছে। সর্বশেষ গাজায় ত্রাণ সহায়তা নিয়ে আরো ১২টি ট্রাক ঢুকেছে। কিন্তু সেখানে এখনো কোন জ্বালানি পৌছায়নি।

হামাস বলেছে, গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের বোমা নিক্ষেপের কারণে হামাসের হাতে আটক অন্তত ৫০ জন জিম্মি নিহত হয়েছে। গত ৭ই অক্টোবর হামলার জের ধরে তাদের জিম্মি করা হয়েছিল। হামাসের পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, গত ৭ই অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এখনো পর্যন্ত গাজায় সাত হাজার মানুষ মারা গেছে।

ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার সদস্য বেনি গ্যানটজ বলেন,গাজায় যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে ইসরায়েল নিজেদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে এবং সতর্ক করে বলেছে, ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কয়েক বছর সময় লাগবে।

তেল আবিবে গাজায় হামাসের হাতে আটক জিম্মিদের স্বজনেরা বিক্ষোভ করেছেন। সেসময় তারা জিম্মিদের উদ্ধারে সরকারকে আরো বেশি পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানায়। জাতিসংঘে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত রিয়াদ মানসুর বোমা হামলা রুখতে এগিয়ে আসতে সব বিশ্ব নেতাদের আহ্বান জানিয়েছেন। অন্যদিকে জাতিসংঘের নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত গিলাদ এরদান বলেছেন, ইসরায়েল শুধুমাত্র হামাসের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান গাজায় ইসরায়েলি হামলা রুখতে না পারার জন্য পশ্চিমাদের অভিযুক্ত করে বলেছেন, এর কারণ হচ্ছে, যাদের রক্ত ঝরছে তারা মুসলিম।

গাজায় বেসামরিক নাগরিকদের কাছে ত্রাণ পৌঁছানোর জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা মানবিক করিডর এবং যুদ্ধে বিরতি দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

ব্রাসেলসে এক বৈঠকের পর এক ঘোষণাপত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ২৭টি দেশের নেতারা গাজায় ক্রমে খারাপ হতে থাকা মানবিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

তারা গাজায় বিরতিহীন, দ্রুত, নিরাপদ এবং বাধাহীন মানবিক প্রবেশাধিকার চায় এবং অভাবীদের কাছে ত্রাণ পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ যেমন মানবিক করিডর এবং মানবিক প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সাময়িক বিরতি চান।

এই ঘোষণাপত্রে ইউরোপীয় কাউন্সিল, ইসরায়েল জুড়ে হামাসের নৃশংস এবং নির্বিচার সন্ত্রাসী হামলার শক্ত ভাষায় আবারো নিন্দা জানায়।

এতে আরো বলা হয় ঃ সাধারণ মানুষকে হামাসের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করাটা শোচনীয় ও নৃশংস বিষয়।

জাতিসংঘের খাদ্য কর্মসূচীর প্রধান বলেন, মিশর থেকে গাজায় ঢোকার মুখে রাফা সীমান্ত পারাপারে অতিরিক্ত কঠোর তল্লাসির কারণে ত্রাণ সরবরাহ ধীর হয়ে পড়েছে। মাথা খারাপ করা আমলাতন্ত্র বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেন সিনডি ম্যাককেইন। তিনি আরো বলেন, তিনি বোঝেন যে, অস্ত্র যাতে ঢুকতে না পারে তার জন্য তল্লাসিটা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু খাদ্যপণ্য প্রবেশ করাটা আরো সহজ হওয়া উচিত।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির নির্বাহী পরিচালক বলেন, আমরা মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা ট্রাক প্রবেশ করাতে পেরেছি।

আমাদের আরো বেশি পরিমাণে ট্রাক প্রবেশ করানো দরকার। গাজায় আমাদের নিরাপদ, অবাধ প্রবেশাধিকার দরকার যাতে আমরা মানুষের মুখে খাবার তুলে দিতে পারি এবং ক্ষুধায় যাতে কেউ মারা না যায় তা নিশ্চিত করতে পারি। কারণ এটাই হচ্ছে।

কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে মিশর সফরের সময় ম্যাককেইন বলেন, প্রতিটি ট্রাককে চেকপয়েন্টে তল্লাসির জন্য তাদের মালামাল নামাতে হয়, তল্লাসির পর সেগুলো আবার তুলতে হয়।

সংস্থাটির তথ্য অনুযায়ী, শনিবার ৬০ টন খাদ্যসহ বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির ট্রাকগুলো গাজায় প্রবেশ করেছে। এটি এক দিনে প্রায় দুই লাখ মানুষের খাবার সরবরাহ করার জন্য যথেষ্ট।

মিশরের সংবাদ মাধ্যম আল-কাহেরা নিউজ তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছে, ইসরায়েলের সাথে সীমান্তের পূর্বাঞ্চলে তাবা এলাকায় একটি চিকিৎসা স্থাপনায় একটি বিস্ফোরণ ঘটেছে।

আল-কাহেরা বলছে, একটি ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কারণে এই বিস্ফোরণটি ঘটেছে। কিন্তু এটি কারা ছুড়েছে সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। এ ঘটনায় ছয় জন আহত হয়েছে।

নাম প্রকাশ না করে এক সূত্রের বরাত দিয়ে এই সংবাদ মাধ্যমটি দাবি করছে, এই বিস্ফোরণ গাজায় চলমান ইসরায়েল এবং হামাসের যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত। তাবা গাজা থেকে প্রায় আড়াইশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি ইসরায়েলের সাথে মিশরের দক্ষিণ সীমান্তের কাছে অবস্থিত।

অন্যদিকে এক প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে সংবাদ সংস্থা এএফপি বলেছে, একটি হাসপাতালে রকেট হামলা চালানো হয়েছে। ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর এক মুখপাত্র বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে বলেছেন, তারা ওই এলাকায় নিরাপত্তা বিষয়ক ঘটনার কথা শুনছেন এবং সেটা তাদের সীমান্তের বাইরে থেকে ঘটেছে।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দাবি করেছে যে, সাতই অক্টোবরের হামলার পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এক হামাস নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী-আইডিএফ বলেছে, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তারা শাদি বারুদ এলাকায় হামাসের গোয়েন্দা সশস্ত্র শাখার উপপ্রধানকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালানো হয়েছে।

যে বিমান হামলায় তিনি নিহত হয়েছেন বলে দাবি করা হচ্ছে সেটির ভিডিও প্রকাশ করে আইডিএফ বলছে, তিনি ইয়াহিয়া সিনওয়ারের সাথে মিলে অক্টোবরের সাত তারিখে বর্বর হামলার পরিকল্পনা করেছিল। ইয়াহিয়া সিনওয়ার গাজা উপত্যকায় হামাস প্রধান। বিবিসি যুদ্ধক্ষেত্রে এই নিহত হওয়ার খবর এককভাবে যাচাই করতে পারেনি। এ বিষয়ে হামাস এখনো কোন মন্তব্য করেনি। রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে, হামাসের একটি প্রতিনিধিদল আলোচনার জন্য মস্কোতে পৌঁছেছে। রাশিয়া বলেছে, তারা এই সংকট দ্রুত সমাধানে... গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা করছে তারা। যুক্তরাজ্যসহ অন্যান্য দেশের মতো রাশিয়া হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী বলেনা। হামাসের সদস্যরা নিয়মিত মস্কোতে যাতায়াত করে। কিন্তু গত ৭ই অক্টোবর ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামলার পর থেকে এটি প্রথম সফর।